RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ জুলাই - ২৫ জুলাই, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 14, Cooch Behar, Friday, 12 July - 25 July, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে পুলিশ, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নির্যাতিত নেত্রীর অভিযোগের ঘটনায় ফের পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ট্যুইট করে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ওই ঘটনায় শাসক দলের অভিযুক্তদের পুলিশ বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সে জন্যেও নির্যাতিতার কাছে ওই দিনের ঘটনায় ছিঁড়ে দেওয়া কাপড় জমা দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে, অভিযুক্তরা কাপড় ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যায়। নিগৃহীতা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাঠ থেকে উদ্ধার করে তার আত্মীয়রা। তা জানানোর পরেও পুলিশ সঠিক ভূমিকা পালন করছে না বলে তোপ দাগেন শুভেন্দু। তিনি ওই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি করেন। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এবং ওই ঘটনা যে এলাকায় সেই থানার অফিসার ইনচার্জকে বরখাস্ত করার দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির দাবি, সংখ্যালঘু নেত্রীকে বিবস্ত্র করার ঘটনার পরেও একাধিক গ্রামে তৃণমূল সন্ত্রাস পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। ওই গ্রামে এখনও উত্তেজনা রয়েছে। সেজন্য নির্যাতিতা বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। বিজেপি নেতারাও দাবি করেন, বাড়ি ফিরলে ফের তার উপরে হামলা হতে পারে। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “শুভেন্দু অধিকারী যে কোনও বিষয়েই সিবিআই তদন্ত চেয়ে বসে থাকেন। এটা নতুন কিছু নয়। ওই ঘটনায় পুলিশের তদন্তে কিছু নথি প্রয়োজন হতেই পারে। যাতে অভিযুক্তরা শাস্তি পায় সে জন্যেই পুলিশ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া মূল অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। একটি পারিবারিক বিষয়কে রাজনৈতিক করার চেষ্টা করে ভুল করছে বিজেপি।”

গত ২৫ জুন কোচবিহারের মাথাভাঙায় বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের এক নেত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে, ওই মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধর করে বিবস্ত্র করা হয়। সেই ছবি ছড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে রাজ্য জুড়ে আলোড়ন তৈরি করা হয়। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, সঠিক পথেই ঘটনার তদন্ত চলছে।

পাঁচ কোটির কাফ সিরাপ আটক করল এসটিএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হল কোচবিহারে। এবারে অভিযান করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। ১৫ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ঘুঘুমারিতে ওই ট্রাক আটক করে এসটিএফ। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের নাম সুনিত মিশ্র এবং লবকুশ কাউল। দুজনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। পুলিশ জানিয়েছে, এসটিএফ সোমবার বিকেলে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ঘুঘুমারিতে একটি ট্রাক আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৮ হাজার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করে। যা আমের পেটির তলায় লুকোনো ছিল। ওই কাফ সিরাপের দাম প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এনডিপিএস আইনে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। এসটিএফের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক বলেন, “ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।” উত্তরপ্রদেশ থেকে কোচবিহারে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা নতুন। এর আগে পুলিশ কোতয়ালি থানার ধলুয়াবাড়ি থেকে এমনই ট্রাক ভর্তি কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছে, এর পিছনে একটি বড় আন্তর্জাতিক পাচারচক্র রয়েছে। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাফ সিরাপের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেগুলি বাংলাদেশেও চোরাপথে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। চোরা বাজারে একটি কাফ সিরাপ কয়েকগুণ দামে বিক্রি করা হয়। এক ট্রাক কাফ সিরাপ একবার পাচার করলে কয়েক কোটি টাকা আয় করা যায়। সে জন্যই ওই কারবারে বড় বড় মাথা জড়িত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যারা পেছন থেকে ওই কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

উপাচার্য সঠিক বলছেন না, দাবি রেজিস্ট্রার ঘনিষ্ঠ অধ্যাপকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উপাচার্য সঠিক কথা বলছেন না বলে দাবি করলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক। গত ৫ জুলাই শুক্রবার দুপুর কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ওই অধ্যাপকরা। সেখানে ছিলেন সাবলু বর্মণ। অপসারিত রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সাবলু। সাবলু বলেন, “আমরা আটজন মিলে সাংবাদিক বৈঠক করেছি। প্রত্যেকেই রাজবংশী সমাজের মানুষ। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কেউ জাতি তুলে অসম্মান করেননি। ওইদিন আমরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। কারও কানেই এমন কথা পৌঁছায়নি। অনেকেই ওই বিষয়টি নিয়ে নানা কথা বলছেন। সবার জানা উচিত এটা ঠিক নয়। সে কারণেই আমরা সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি স্পষ্ট করছি।”

গত বেশ কিছুদিন ধরেই উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১০ মে একাধিক অভিযোগে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলিকে বরখাস্ত করেন উপাচার্য নিখিলেশ রায়। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব আরেক অধ্যাপককে প্রদীপ কুমার করকে দেওয়া হয়। তারপরে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি আব্দুল কাদের সফেলি। মঙ্গলবার প্রায় দুই মাসের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছান আব্দুল কাদের সফেলি। অভিযোগ, ওইদিন রেজিস্ট্রারের ঘরের তালা ভাঙা হয়। কয়েকটি সিসিটিভি ভাঙা হয়। উপাচার্যের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ওইদিনই কোতয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি একজন রাজবংশী সমাজের মানুষ। তাঁকে ‘জাতি’ তুলে আক্রমণ করা হয়েছে। তা নিয়ে একাধিক রাজবংশী সংগঠন প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। ওইদিন অপসারিত রেজিস্ট্রার উপাচার্যের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা মামলা করেন। সাবলু বর্মণও থানায় একটি অভিযোগ করেন। তিনিও সেখানে দাবি করেন, তাঁকেও ‘জাতি’ তুলে অসম্মান করা হয়। এদিন সাবলু দাবি করেন, তাঁকে যে অসম্মান করা হয়েছে তা সঠিক। কিন্তু উপাচার্যের অভিযোগ ঠিক নয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই এসসি-এসটি ধারায় মামলা করে ঘটনার তদন্ত করছে।

ভবানীগঞ্জ বাজারে একমুখী রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুরোপুরি রাস্তা বন্ধ না করে একমুখী যান চলাচলের ব্যবস্থার দাবি করলেন কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে স্মারকলিপি দিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে ওই দাবি জানানো হয়। ব্যবসায়ীদের পক্ষে জানানো হয়, ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এনএন রোডের দুই পাশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যার ফলে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কারণ ওই রাস্তায় ব্যবসার জন্য যান চলাচল খুব প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের ওই দাবি জানার পরেই বৃহস্পতিবার থেকে ভবানীগঞ্জ বাজারের চারদিকের রাস্তা একমুখী করে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা চার পাশের রাস্তা পরিদর্শনের পর ওই সিদ্ধান্ত নেন। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ভবানীগঞ্জ বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীদের অনুরোধে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ফলে এনএন রোডে ব্যবসায়ীদের যে সমস্যা হচ্ছিল তা নিবারণের জন্য আবেদন জানান তারা। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সূরজ ঘোষ জানান, ওই অঞ্চলে পাইকারি ব্যবসায়ী, হার্ডওয়ার ও স্যানিটারি ব্যবসায়ী থাকায় ক্রেতাদের দুশো মিটার হাতে করে জিনিসপত্র বহন করতে অসুবিধে হচ্ছে। তিনি বলেন, “পুলিশ সুপার আমাদের কথা শোনেন এবং একটি সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন।” তিনি আরও জানান, ঠিক তার এক ঘন্টার মধ্যেই কোচবিহার কোতয়ালি আইসি তপন পাল, ট্রাফিক আধিকারিকদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি এবং এনএন রোডের ব্যবসায়ী, ভবানীগঞ্জ বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সম্পাদক বলেন, “আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করি এনএন রোড সহ ভবানীগঞ্জ বাজারের চারপাশ ওয়ানওয়ে করে দেওয়ার জন্য।” সেই সঙ্গে কিছু ব্যবসায়ী এনএন রোডে আরআরএন রোডে নিজের দোকানের সামগ্রী রাস্তার উপরে রেখে ব্যবসা করার জন্যে যানবাহন চলাচল এবং পথচারীদের চলাচলে অসুবিধে হচ্ছে জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। সূরজ বলেন, “আমরা কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ীদের অনুরোধ জানিয়েছি যাতে কেউ দোকানের জিনিসপত্র বাইরে না রাখেন। অন্যথায় প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত হবে তার জন্য নিজেকেই দায়ী থাকতে হবে। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি এই ধরনের জবরদখলকে সমর্থন করে না।”

একশো দিনের প্রকল্পে টাকার দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একশো দিনের প্রকল্পে এখনও বকেয়া রয়েছে বহু টাকা। নতুন করে কাজের কোনও নির্দেশ নেই। তার উপর পুরনো কাজের টাকাও মিলছে না। তা নিয়ে শ্রমিকদের একটি অংশ তো ক্ষুব্ধ। এবারে আন্দোলনে নামছে ঠিকাদার সংগঠন। তাদের দাবি, ওই প্রকল্পে টাকা না পেয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। রবিবার ঠিকাদারদের একটি সংগঠন কোচবিহার শহরের একটি হোটেলে ওই বিষয়ে আলোচনায় বসে। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট এনআরইজিএ কন্ট্রাকটর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অজয় বসাক বলেন, “কোটি কোটি টাকার বকেয়া পড়ে রয়েছে তিন বছর ধরে। এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে নানা অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত ওই বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হোক। সেই দাবিতেই আমাদের আন্দোলন।”

কো-অপরাটিভে জয়ী তৃণমূল প্রভাবিত প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার কো-অপারেটিভের তেরোটি আসনের জনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার ওই কো-অপারেটিভ নির্বাচনের ভোট গণনা হয়। তাতে দেখা যায়, ওই কো-অপারেটিভের ১৩ টি আসনেই জয়ী হয় রাজ্যের শাসক দলের সংগঠনের প্রভাবিত সদস্যরা। ওই কো-অপরাটিভের আগে ক্ষমতায় ছিল সিপিএম প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরা। এবারে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তৃণমূল ও বিজেপি প্রভাবিত সদস্যদের মধ্যে। সারা বাংলা শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি সোহেল রানা আহমেদ বলেন, “তেরো বছর পরে এই কো-অপারেটিভের নির্বাচন হল। প্রত্যেকটি আসনে আমরা জয়ী হয়েছি।”

‘ট্রি-অ্যাম্বুলেন্স’ চালু হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বেড়ে চলছে। তার ছায়া এসে পড়েছে উত্তরবঙ্গেও। অথচ এই উত্তরবঙ্গ জল-জঙ্গলের মাটি। তারপরেও উষ্ণায়ন রোধ করতে না পারার বড় কারণ বৃক্ষছেদন। বৃক্ষরোপণ নেই, অথচ প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এর সঙ্গে লড়াইয়ে কোচবিহারে দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশপ্রেমীদের একাধিক দল তৈরি হয়েছে। যারা নিয়মিত বৃক্ষরোপণের কাজ করছে। সেই সঙ্গে গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। এবারে এমনই একটি সামাজিক সংগঠন ‘ট্রি-অ্যাম্বুলেন্স’ চালু করল কোচবিহারে। ১৪ জুলাই রবিবার কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ওই অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গাছের পরিচর্যার সমস্ত জিনিসপত্র ওই গাড়িতে রাখা হয়েছে। রয়েছে জলের ব্যবস্থাও। জরুরি মুহূর্তে গাছকে বাঁচাতে ওই অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছাবে নির্দিষ্ট জায়গায়। পুলিশ সুপার বলেন, “এমন একটি উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে। ট্রি-অ্যাম্বুলেন্স সঠিকভাবে চলুক এটা আমরা চাই।” ওই সামাজিক সংগঠনের পক্ষে বিনয় দাস বলেন, “বৃক্ষরোপণের সঙ্গে সঙ্গে গাছকে রক্ষা করা আমাদের বড় কর্তব্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে নানা কারণে ক্ষতির মুখে পড়ে যায়। সেগুলিকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলা আমাদের কাজ। সেই লক্ষ্যেই আমাদের ট্রি-অ্যাম্বুলেন্স চালু করা হয়েছে।”

গত দুই মাস ধরেই বর্ষা-বৃষ্টির জন্য নানা গাছ ক্ষতির মধ্যে পড়ে। নরম মাটি হওয়ায় অনেক গাছ উপড়ে পরে। সেই সবকে গাছকে ফের পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় একদল যুবককে। যাদের একটি হোয়াটস আপ গ্রূপ রয়েছে। সেখানেই আলোচনা করে কেউ কোদাল, কেউ রশি, কেউ দা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়ে যায় নির্দিষ্ট স্থানে। একাধিক গাছকে এভাবেই বাঁচিয়ে তুলেছে তারা। এবারে সেই ট্রি-অ্যাম্বুলেন্সে থাকবে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র। আলাদা করে কাউকে বাড়ি থেকে তা আনতে হবে না। ট্রি-অ্যাম্বুলেন্সে রাখা হয়েছে জলের ব্যবস্থাও।

শিক্ষার অগ্রগতি চেয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি এআইডিএসও’র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার সিস্টেম বাতিল, সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে শিক্ষক নিয়োগ, রাজ্য জুড়ে ৮২০৭ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল, তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরের ডিগ্রী কোর্স বাতিল, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দল এয়াইডিএসও। ১৩ জুলাই শনিবার সংগঠনের কোচবিহারে শহরের রেড ক্রস হলে অনুষ্ঠিত নবম কোচবিহার শহর ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের শুরুতে রেড ক্রস হলের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব মণ্ডল। শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ও সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম, কোচবিহার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক। উপস্থিত ৮৭ জন প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে মূল প্রস্তাব রাখা হয়। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা মত বিনিময় করেন এবং আরো কিছু প্রস্তাব যুক্ত করে সকলের সম্মতি নিয়ে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামীদিনে জেলা জুড়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক ও জেলা সম্পাদক আসিফ আলম। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অপূর্ব মণ্ডল ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রূপালি সরকার। এদিন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রূপালি সরকারকে সভাপতি, শম্পা বর্মন এবং শুভম বিশ্বাসকে সহ সভাপতি, বুদ্ধদেব রায়কে সম্পাদক, পার্থ সারথি দত্তকে কোষাধ্যক্ষ এবং চন্দনা ভুঁইমালিকে অফিস সম্পাদক করে ২৪ জনের কোচবিহার শহর লোকাল কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

ফুটপাত অভিযান অব্যাহত কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর থেকেই লাগাতার ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযান চলছে কোচবিহারে। ১১ মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রায় পাঁচদিন অভিযান চলছে। তাতে কোচবিহার শহরের একাধিক ফুটপাত থেকে শতাধিক অবৈধ দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভা ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে মাইকিং করে প্রত্যেককে উচ্ছেদের বিষয়ে অবহিত করা হয়। সেই সঙ্গে ফুটপাত থেকে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তার পরেও যারা দোকান সরিয়ে নেননি, সেই সব দোকান জেসিবি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই অভিযানে কয়েকশো মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পুরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, ফুটপাতে স্থায়ীভাবে কেউ দোকান করতে পারবে না। চাকা লাগানো ভ্যানগাড়ি ব্যবহার নির্দিষ্ট সময় মেনে কিছু জায়গায় ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে গাড়ি সরিয়ে নিতে হবে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ জোরকদমে চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হবে।”

কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার, সুনীতি রোড, হাসপাতালের সামনের রাস্তা, রাসমেলার মাঠের সামনের রাস্তা, পাওয়ার হাউস মোড় এলাকা, সাগরদিঘি চত্বর, মরাপোড়া, নতুন বাজার, রেলঘুমটি, পুরান পোস্ট অফিস পাড়া থেকে শুরু করে বহু জায়গায় ফুটপাত দখল করে রমরমিয়ে নানা ব্যবসা চলছে। শুধু হকার নয়, স্থায়ী কিছু ব্যবসায়ীও ফুটপাত নিজেদের দখলে নিয়ে ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বছর খানেক আগেও কোচবিহার পুরসভা ও প্রশাসন কয়েক দফায় উচ্ছেদ অভিযানে নামে। মাঝপথেই অবশ্য ওই অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। দিন কয়েক আগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করে জবরদখল নিয়ে সরব হন। তিনি পুলিশ-প্রশাসনকে ওই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশের একদিনের মধ্যেই কোচবিহার শহরে অভিযান শুরু হয়। প্রথমদিন পুলিশ জেসিবি নিয়ে ময়দানে নেমে রাসমেলার মাঠের সামনের অংশ দখলমুক্ত করা হয়। ব্যবসায়ীদের অনেকেই সেই সময় নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়ার দাবি জানান। এরপরেই এক সপ্তাহ মতো সময় দেওয়া হয়। যদিও এর মধ্যে ফের অভিযোগ উঠেছে, রাসমেলার মাঠের সামনে ফুটপাত দখল করে ফের দোকান উঠতে শুরু করেছে। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, “আমরা জেলা ব্যবসায়ী সমিতি সব সময় জবরদখলের বিরুদ্ধে। কিন্তু কিছু মানুষ অনেক বছর ধরে ফুটপাতে ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছে। উচ্ছেদের জেরে ওই মানুষরা কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের সংসার চলবে কি করে? আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি যাতে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।” স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, “শুধু অভিযান করে উচ্ছেদ করলেই হবে না। যাতে নতুন করে কোনও দোকান না বসে সেদিকেও নজর দিতে হবে।”

নিশীথের কাছে টাকা নেওয়ার অভিযোগে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দলের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ২ জনকে বহিষ্কার করল তৃণমূল। ৮ জুলাই সোমবার তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নিজের প্যাডে লিখিতভাবে ওই বহিষ্কারের কথা জানান। বহিষ্কারের কারণও তিনি সেখানে উল্লেখ করে দেন। পাশাপাশি, মদ্যপ অবস্থায় দলের নেতাকে অসম্মান ও দলবিরোধী কাজ করার অভিযোগে আরও তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলবে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল। তৃণমূলের ওই দাবি অবশ্য মানতে রাজি নয় বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “তৃণমূল কিভাবে জয়ী হয়েছে তা সবাই জানে। এখন লোক দেখানো কিছু বিষয় করছে।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অবশ্য বলেন, “এবারের লোকসভা নির্বাচনে আমদের দেড় লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকজন লুকিয়ে লুকিয়ে বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তাই মার্জিন কমেছে। যারা ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাকিদের করা হবে। এছাড়া দলীয় শৃঙ্খলা যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সোমবার রাতে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতির প্যাডে পাঁচজন নেতা-কর্মীর নাম লিখে বহিষ্কারের কথা জানায় তৃণমূল। কাকে কি কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে সেখানে সেটোও উল্লেখ করা হয়েছে। ওই তালিকায় এক এবং দুই নম্বর নাম রয়েছে মজিবুল হক এবং মোস্তফা আলি মিয়ার। মজিবুল তৃণমূলের সুটকাবাড়ি অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান। তিনি বহিষ্কারের নির্দেশ দেখে হতবাক। তিনি বলেন, “আমি তো পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে নতুন করে বহিষ্কার করার কি আছে? আর বিজেপির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা বলে আমার

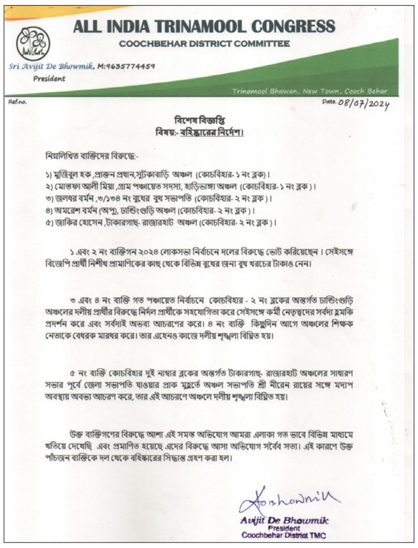

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
COOCHBEHAR DISTRICT COMMITTEE
Sri Avijit De Bhowmik, M:9635774459
President
Trinamool Bhawan, New Town, Cooch Behar

Ref.no. Date. 08/07/2024

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
বিষয়:- বহিষ্কারের নির্দেশ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে:-

১) মুজিবুল হক ,প্রাক্তন প্রধান,সুটকাবাড়ি অঞ্চল (কোচবিহার- ১ নং ব্লক)।
২) মোস্তফা আলী মিয়া ,গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, হাড়িভাঙ্গা অঞ্চল (কোচবিহার- ১ নং ব্লক)।
৩) জলধর বর্মন ,৩/১৩৪ নং বুথের বুথ সভাপতি (কোচবিহার- ২ নং ব্লক)।
৪) অমরেশ বর্মন (অপু), ঢাডিংগুড়ি অঞ্চল (কোচবিহার- ২ নং ব্লক)।
৫) জাকির হোসেন ,টাকারগাছ- রাজারহাট অঞ্চল (কোচবিহার- ২ নং ব্লক)।

১ এবং ২ নং ব্যক্তিগন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দলের বিরুদ্ধে ভোট করিয়েছেন। সেইসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের কাছ থেকে বিভিন্ন বুথের জন্য বুথ খরচের টাকাও নেন।

৩ এবং ৪ নং ব্যক্তি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার - ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ঢাডিংগুড়ি অঞ্চলের দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থীকে সহযোগিতা করে সেইসঙ্গে কর্মী নেতৃত্বদের সর্বদা হুমকি প্রদর্শন করে এবং সর্বদাই অভব্য আচরণের করে। ৪ নং ব্যক্তি কিছুদিন আগে অঞ্চলের শিক্ষক নেতাকে বেধরক মারধর করে। তার এহেনও কাজে দলীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

৫ নং ব্যক্তি কোচবিহার দুই নাম্বার ব্লকের অন্তর্গত টাকারগাছ- রাজারহাট অঞ্চলের সাধারণ সভার পূর্বে জেলা সভাপতি যাওয়ার প্রাক মুহূর্তে অঞ্চল সভাপতি শ্রী নীরেন রায়ের সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় অবভ্য আচরণ করে, তার এই আচরণে অঞ্চলে দলীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

উক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আশা এই সমস্ত অভিযোগ আমরা এলাকা গত ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে খতিয়ে দেখেছি এবং প্রমাণিত হয়েছে এদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগ সর্বৈব সত্য। এই কারণে উক্ত পাঁচজন ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

Avijit De Bhowmik
President
Coochbehar District TMC

বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। যার কোনও অর্থ হয় না।” মোস্তফা হাড়িভাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। তিনি বলেন, “আমি জানুয়ারি থেকে মে মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত ধর্মীয় কাজে বাইরে ছিলাম। পরে বাড়ি ফিরে দলের হয়ে কাজ করেছি। আমার বুথে দলকে ৪৪ ভোটে লিড করিয়েছি। আমার মনে হয় কেউ আমার সম্পর্কে জেলা সভাপতিকে ভুল বুঝিয়েছেন।” ওই তালিকায় আরও তিনজনের নাম রয়েছে। যাদের মধ্যে দু’জন কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কর্মী জাকির হোসেন, অমরেশ বর্মণ, একজন বুথ সভাপতি জলধর বর্মণ। দু’জনের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে একজন নির্দল প্রার্থীর হয়ে কাজ করা, দলের নেতাদের সঙ্গে খারাপ আচরণের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া একজনের বিরুদ্ধে শিক্ষক নেতাকে মারধর এবং আরেকজনের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় দলের নেতাকে হেনস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোচবিহার ধর্মতলায় ব্যবসায়ী জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে গন্ডগোলের জেরে একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার কোতয়ালি থানার ধর্মতলার মোড়ে ওই ঘটনা ঘটে। প্রকাশ্যে দিনের বেলা এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোতয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জখম দুই ব্যবসায়ীকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অভিযোগ, ধর্মতলা মোড়ে তপন রায় নামে পান বিক্রেতা ফুটপাতে দোকান বসাতে গেলে লাগোয়া সিমেন্ট ব্যবসায়ী সুশান্ত দে প্রতিবাদ জানান। এরপর পান ব্যবসায়ী দোকানের আবর্জনা সিমেন্ট বিক্রির দোকানের সামনে ফেললে বচসা চরম আকার নেয়। অভিযোগ পান ব্যবসায়ী বচসা চলাকালীন তাঁর ব্যাগ থেকে ছুঁড়ি বের করে সিমেন্ট ব্যবসায়ীর গলায় আঘাত করে। এদিকে সিমেন্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ধারালো অস্ত্র হাতে পান ব্যবসায়ীর ওপরে হামলা করা হয়। এলাকার কাউন্সিলার শুভ্রাংশু সাহা বলেন, স্থানীয়দের চেষ্টায় আহতদের কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এর আগেও দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে বচসা হয়েছিল। পুরোনো আক্রোশ থেকেই এই ঘটনা বলে অনুমান।

উল্টো রথে ঘিরে জমজমাট কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্দিষ্ট যাত্রাপথে পুলিশের নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যেই উপচে পরে ভিড়। ১৪ জুলাই রবিবার মদনমোহনের উল্টো রথ ঘিরে এমনই চিত্র ফুটে ওঠে কোচবিহারে। এদিন বিকাল ৫ টা নাগাদ গুঞ্জবাড়ির মাসিরবাড়ি থেকে বৈরাগী দিঘির পাড়ের নিজের মন্দিরে মদনমোহনের বিগ্রহ ফেরানো হয়। পঁয়ত্রিশ মিনিটের যাত্রাপথ ঘিরে ছিল মানুষের ভিড়। গুঞ্জবাড়ি ও বৈরাগী দিঘির পাড়ে মেলা বসে যায়। সকালের দিকে এদিন আকাশ মেঘলা ছিল। পরে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে রোদও ওঠে। তাই উল্টো রথযাত্রা ঘিরে এদিন ছিল উৎসাহী বাসিন্দা ভক্তদের জনজোয়ার। দেবোত্তর ট্রাষ্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল ৫টা নাগাদ গুঞ্জবাড়ি এলাকা থেকে মদনমোহন মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয় ঐতিহ্যের রথ। ৩৫ মিনিটের যাত্রাপথে বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিট নাগাদ রথ মূল মন্দিরে পৌঁছায়। মদনমোহন মন্দিরে বিগ্রহ ফেরার অপেক্ষায় ছিল ভক্তদের ভিড়। দেবোত্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, বৈরাগী দিঘি পাড়ের শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরে মদনমোহন দেবের দুটি বিগ্রহ রয়েছে। বড় বিগ্রহটি ভক্তদের অনেকের কাছে বড়বাবা, অপেক্ষাকৃত ছোট বিগ্রহটি ছোটবাবা নামে পরিচিত। প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও নির্দিষ্ট সময় মেনে রথে সওয়ার হয়ে মাসির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বড়বাবার বিগ্রহকে। সাতদিন পরে ফের মদনমোহন মন্দিরে বড়বাবার বিগ্রহ ফেরানো হয়। এই সময় মন্দিরের রাখা হয় মদনমোহনের ছোট বিগ্রহকে।

জল পেরিয়ে যাতায়াত পড়ুয়াদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: স্কুলের পাশে নেই নিকাশিনালা, আর সেই কারণে প্রতিবছর বর্ষা নামলেই জলমগ্ন হয়ে পরে স্কুল চত্বর, চরম সমস্যার স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকেরা। রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ যেন একটি পুকুরে পরিণত হয় প্রতিবছর বর্ষা নামতেই। অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই বৃষ্টি হলেই স্কুল মাঠে জল জমে থাকছে। বাড়ির বাচ্চাদের কোলে করে স্কুলের রুমে পৌঁছে দিতে হচ্ছে। অনেক বাচ্চারা এই জমা নোংরা জল পেরিয়ে স্কুলে আসতে হচ্ছে। এর ফলে বাচ্চাদের নানান রোগের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমরা চাই এই জমা জল বেরোনোর ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একরামুল হক জানান, জল নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার ফলেই স্কুলের মাঠে জল জমে থাকছে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও স্কুলে আসতে অসুবিধা করতে হচ্ছে। এই জল নিকাশি ব্যবস্থা করার জন্য আমরা গতকালই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে লিখিত আকারে আবেদন করেছি।

উত্তরে চিন্তা, তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় শনিবারও লাল সর্তকতা জারির পাশাপাশি তিস্তার দোমোহানিতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে বলে এদিন সকালে সেন্ট্রাল ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে জানা যায়। আজও জলপাইগুড়ির বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা, করলা সহ জেলা বিভিন্ন নদীগুলো। ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে শনিবার সকাল ছটা এবং সাতটায় জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তবে এদিন সকাল থেকে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি জলপাইগুড়িবাসীর। সকাল থেকে জেলা জুড়েই মেঘলা আকাশ। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনি করলা নদী সংলগ্ন জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্থায়ী নদী বাঁধের দাবি জানান। আজও বাড়ি রাস্তায় জলে জলমগ্ন। সাইকেল নিয়ে জুতো হাতে জল পেরিয়ে যাতায়াত স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষের। বিগত এক মাসে এই এলাকায় তিন থেকে চারবার জল ওঠার কারণে বাড়ির আসবাবপত্র জলে নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা। আজও জলমগ্ন জেলার বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছু এলাকা। তবে প্রশাসন সমস্যা সমাধানে সর্বত্রভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর।

ফের চা বাগানে খাঁচা বন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: পরিস্থিতি দেখেই মিলে যাচ্ছে পরিসংখ্যান ডুয়ার্স জুড়ে সংখ্যা বৃদ্ধি চিতা বাঘের, দুদিনে খাঁচা বন্দি দুই। সম্প্রতি জাতীয় পর্যায়ের এক পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্স সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চিতা বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, গত দু'দিন ধরে ডুয়ার্সের বাতাবাড়ির পর। সোমবার সকালে বানারহাট ব্লকের রিয়াবাড়ি চা বাগানে খাঁচা বন্দি হয় একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই রিয়াবাড়ি চা বাগানে চিতা বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। বাগানের তরফে বন দপ্তরের কাছে খাঁচা পাতার আবেদন জানানো হয়। কিছুদিন আগে রিয়াবাড়ি চা বাগানের ৮ নং সেকশনে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। সোমবার সকালে সেই খাঁচাতেই বন্দি হলো চিতাবাঘ। এদিন চিতা বাঘের গর্জন শুনে শ্রমিকরা এগিয়ে গিয়ে দেখে ওই খাঁচায় বন্দি হয়েছে একটি চিতাবাঘ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বনদপ্তর সূত্রে খবর, প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতা বাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জেলা সম্পাদকের পদে পরেশ কন্যা অঙ্কিতার নাম ঘোষণা হতেই জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আদালতের নির্দেশে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে। এই বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এবার সেই অঙ্কিতাকেই দেখা যাবে রাজনীতির আঙিনায়। অঙ্কিতাকে কোচবিহার জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা জেলার রাজনৈতিক মহলে। লোকসভা নির্বাচনে মেখলিগঞ্জে ভালো ফল করেছে তৃণমূল। এর পিছনে একটা বড় অবদান ছিল প্রাক্তনমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর। তাতেই খুশি দলের জেলা নেতৃত্ব। সে কারণেই অঙ্কিতাকে এবার গুরু দায়িত্ব দেওয়া হলো বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। জেলা সম্পাদকের পদে পরেশ কন্যা অঙ্কিতার নাম ঘোষণা করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অভিজিৎবাবুর বক্তব্য, "অঙ্কিতা শেষ নির্বাচনে পরেশ অধিকারীর সঙ্গে একযোগে দলের জন্য কাজ করেছেন। দল ভালো জায়গায় পৌঁছেছে। তাই ভালো ফলের কারণে তাঁকে নতুন পদে আনা হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে অঙ্কিতা অধিকারী জানান, জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশি। দলের জেলা সভাপতি তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সেই দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে পালন করবেন। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ এখনও চলছে চাপানউতোর। এখনও জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থবাবুর তৎকালীন ডেপুটিও মন্ত্রী পদ হারিয়েছেন। চাকরি হারিয়েছেন পরেশের মেয়ে অঙ্কিতাও। এবার একেবারে নতুন পদ পেয়ে রাজনীতি করবে পরেশ কন্যা।

প্রতিনিয়ত টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেও বিন্দু মাত্র ফারাক পড়লো না কোচবিহারের সবজি বাজারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা এবং প্রতিনিয়ত টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেও বিন্দু মাত্র ফারাক পড়লো না কোচবিহারের সবজি বাজারে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক বাজারে অভিযান সবটাই যেন বিফলে। বাজারে ৩০ টাকার আলু ৩০ টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ৪৫ টাকা কেজি এবং ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ৫০ টাকা নিচে নেই কোন সবজি। লঙ্কার দাম যা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধুই দু'দিন ধরে বাজারে বাজারে ঘুরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। শনিবার সকাল সকাল কোচবিহারের ডোডেয়ার হাটে পৌঁছে যায় টাস্ক ফোর্স। আলু পেঁয়াজের গদির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। একই সঙ্গে পাইকারি বাজারে আদা রসুন লঙ্কা সহ বিভিন্ন শাকসবজির পাইকারি দামদর যাচাই করেন। এবং দাবী করেন তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাজারে যাচ্ছেন এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব বাজারে পড়তে শুরু করেছে। এই টাস্ক ফোর্সের অন্যতম আধিকারিক কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বলেন, কোল্ড স্টোরেজ মালিক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পর পাইকারি বাজারে শাক সবজির দাম কিছুটা কমেছে। এর প্রভাবটা যাতে খুচরো বাজারে পরে তা ইনসিওর করতেই আমরা আজ এসেছি। পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের তফাৎটা বোঝার জন্যই কার্যত আজ এই হাটে আসা। আমাদের অভিযান লাগাতার চলবে।

দীর্ঘ প্রায় আট মাস পর তিস্তায় ফিরলো বোরোলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দীর্ঘ প্রায় আট মাস পর তিস্তায় ফিরলো বোরোলি। প্রতি বছর বর্ষা এলেই তিস্তায় উঠে আসে সুস্বাদু বোরোলি মাছ, শীতের আগ পর্যন্ত ভালো মাত্রায় দেখা মেলে তাদের। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ এই বোরোলি। মূলত তিন থেকে চার মাস এই মাছের পরিমাণ বেশি থাকে তিস্তায়। তবে বর্ষা এলেই বেড়ে যায় বোরোলি মাছের আগমন। উত্তরবঙ্গবাসী তো বটেই, পাশাপাশি এখানে ঘুরতে আসা বাঙালি পর্যটকেরাও এই মাছের স্বাদে মুগ্ধ। তাই এই ভরা বর্ষায় এখানে ঘুরতে এলেই বোরোলি মাছ চেখে দেখেন না এমন কেউ নেই। এ কারণেই প্রত্যেক বছর তিস্তার বোরোলি মাছের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবছর জুন থেকেই বর্ষা প্রবেশ করেছে উত্তরবঙ্গে। তবে একনাগাড়ে বৃষ্টির কারণে এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশির কারণে তিস্তার জল ঘোলা, কমেছে বোরোলির সংখ্যা। মাছের সংখ্যা কমলেও চাহিদা তুঙ্গে। স্বভাবতই আকাশছোঁয়া বোরোলি মাছের দাম। উত্তরবঙ্গের রুপালি শস্য, বোরোলি মাছ যে প্রায় ছয় ইঞ্চিও লম্বা হতে পারে তা ধারণা ছিল না অনেকেরই তাই এবছর বাজারে প্রথম কদিন মাছ কেনার হিড়িক দেখা যায়নি ক্রেতাদের মধ্যে। অনেকেই ভেবেছিলেন এগুলো বোধ হয় অন্য মাছ বোরোলি মতো দেখতে। তিস্তা-করলার মোহনায় মাছ ধরতে আসা হারান দাস জানালেন গতবছরের সিকিমের বন্যায় ঘোলা জলে বিষক্রিয়ায় আর পলিতে চাপা পরে তিস্তায় সব মাছ মরে গিয়েছিল। অনেকে ভেবেছিলো আর হয়তো কোনদিন তিস্তায় বোরোলি মাছ পাওয়া যাবে না। এবার বর্ষা প্রায় এক মাস আগে শুরু হয়েছে তিস্তার জল সমানে বাড়ছে গত একমাস। এখন জল কিছুটা কমতেই আবার আমাদের জালে ধরা পড়লো বড়োলি তবে এখন পাহাড়ে সমানে বৃষ্টির ফলে জল ঘোলা হওয়ার কারণে বোরোলির পেটটা হলুদ, জল পরিষ্কার হলে রুপালি বোরোলির পেটটা সাদা হয়ে যাবে তবে সেটা পূজার পর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত জ্যোতি বসুর উত্তরবঙ্গে এলেই তার বোরোলি প্রিয়তার কথা ফলাও করে নিউজ পেপারে ছাপা হোত। তা তিনি, জলদাপাড়ার হলঙে আসুন বা কালীঝোড়ার পি ডব্লিউডি বাঙলোতে। সেই থেকে কুলীন বোরোলি, উত্তরবঙ্গেই তিস্তা, তোর্সা ইত্যাদি যে অল্পকটা নদীতে পাওয়া যায় তার পার্শ্ববর্তী শহরের বাজারগুলোতে তিন-চার ইঞ্চি মাপেরগুলোই কেজি প্রতি দাম হাজার টাকার এপার ওপার। তাও একদম ফ্রেশ বোরোলি পাবার সম্ভাবনা কম বিষপ্রয়োগ বা ইলেকট্রিক শক আর বরফে সংরক্ষণের ফলে। প্রবল বর্ষায় তিস্তার জল বাড়ায় জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ের জুবিলী পার্ক থেকে বাঁধ ধরে প্রায় আট কিলোমিটার। আগেও দেখা গেছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা কিন্তু নদীতে জল বাড়লে খুশিই হয়। তার কারণ মাছ আর ভেসে আসা গাছের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর এবার তো টেমাই আর নানা ধরনের জাল নিয়ে স্থানীয়রা রীতিমতো মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠেছে। কিছু জেলের কাছে তো প্রায় ছয় ইঞ্চি সাইজেরও বোরোলি দেখা গেল। ওনারা বললেন, যে বোরোলি যত বড়, চর্বির আধিক্যের জন্য তার পেটের রঙ তত হলুদ। ভাজা, পাতলা ঝোল আর সরষে বোরোলি তো অসাধারণ। জেলেদের কাছ থেকে নিতে হলে যেতে হবে সকাল দশটা বা বিকেল চারটার মধ্যে। তারপর সব বোরোলি চলে যাবে আরদদারদের কাছে। খুব বড় সাইজেরগুলো আটশো টাকা কেজি পাবেন, যেগুলো বাজারে বারোশো। তবে একদম ফ্রেশ ... জ্যান্ত। তবে যেহেতু জেলেদের কাছে মাপার কিছু নেই তাই ওজনটা আন্দাজেই নিতে হবে আর মাছ নেবার পাত্র বা প্যাকেট নিজেকেই নিয়ে যেতে হবে। আর তিস্তা-করলার সঙ্গমস্থল তো এখন যেমন সুন্দর তেমনি ভয়াল রুপ ধারণ করেছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে কিছু দূরে ঘুরে বাড়ি ফিরে আসার আদর্শ জায়গা। আর জায়গাটা যেহেতু দক্ষিণে তাই পূর্ণিমা সন্ধ্যায় অসাধারণ চন্দ্রোদয় দেখা যায় এখান থেকে। তবে শেষ তিন কিলোমিটার কিন্তু খুব নির্জন, কোনো বাড়িঘর বা দোকানপাট নেই বাঁধের পাশে। তাই কিছু খাবার ইচ্ছে থাকলে সাথে নিয়ে আসতে হবে। আর এখন তো নদী দুটোতে খুব বেশি জল, তাই রিস্ক নেওয়া যাবে না, কিন্তু অন্য ঋতুতে এলে নৌকা ভ্রমণ আর তিস্তা-করলার মিলনস্থলে স্নান অবশ্য করনীয়।

সম্পাদকীয়

দায় কার!

ফুটপাত দখল হয়ে গিয়েছে। গোটা রাজ্যে চিত্র প্রায় এক। কোচবিহার তার বাইরে নয়। যখন এ দখলের শুরু, তখন থেকে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। চলাচলের রাস্তা নেই। ব্যস্ত পাকা সড়কে যানবাহনের ফাঁক হলে হাঁটতে হয় সাধারণ মানুষকে। কিন্তু সে সব নিয়ে ভাবার সময় কারও নেই। মানুষ চিল-চিৎকার জুড়লেও দায়িত্বপ্রাপ্তরা হয় চোখ বন্ধ করে রাখেন, নতুবা কানে তুলো দেওয়া থাকে। আর যার ফলে দিন কে দিন ফুটপাতের প্রায় সবটাই দখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও আবার কে কোথায় বসবেন তা ঠিক করে দিয়েছেন শাসক দলের দাপুটে নেতারাই। এবারে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষেপে গিয়েছেন। কেন ফুটপাত দখল হয়ে যাবে, প্রশ্ন তুলে ব্যবস্থা নেওয়ায় নির্দেশ জারি করেছেন। এবারে আর উপায় নেই। কানের তুলো খুলে, চোখের অস্পষ্টতা দূরে রেখে তেড়েফুঁড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে পুলিশ-প্রশাসন-পুরসভা। কয়েকদিনেই ফুটপাত প্রায় দখলমুক্তের পথে। খুবই ভালো কথা। এটা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই অভিযানে কিছু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লেন। যারা অন্তত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে ফুটপাতকে নিজের দোকান মনে করেছিলেন, তাঁরা এখন করবেন কি? কেউ কেউ জেসিপি'র সামনে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছেন। কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।। কেউ কেউ আশায় ছুটছেন প্রশাসনের কাছে, যদি পুনর্বাসন মেলে। প্রশ্ন যেখানে থেকে যায় তা হল, এই মানুষগুলিকে ফুটপাতে বসতে দিয়েছেন কারা? সে সময় যদি প্রশাসন থেকে থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এখন এদের চোখের জল ফেলতে হচ্ছে কেন? এ-সবের দায় আসলে কার।

কবিতা

অন্য জুলাইয়ের কবিতা

.... নীলাদ্রি দেব

রোধের দেয়ালে জাগে হা-মুখ, শাসকের
মোলারে প্রিমোলারে পিষে যায় তরুণের হাড়
প্রতিরোধের ঘাম রক্তে পিছলে যাচ্ছে রাষ্ট্র
পায়ের ধুলো ঘষা-কাচে অন্ধ করছে দৃষ্টি
প্রাচীন মানুষ শরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থে রাবার বুলেটে
মুছে দিতে চাইছে গদি ও ভুল গদ্য

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

কল্কি

...অমিতাভ চক্রবর্তী

মন চলো নিজ নিকেতনে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গানটা গেয়েছিলেন। "নিকেতন" জিনিসটা কি? সেই নিকেতনে গেলে কি পাওয়া যায়!!! আর মন সেই নিকেতনে যাবেই বা কেন !!! রসস্বাধনের জন্য জন্য ইন্দ্রিয়ের হাজার দুয়ার খোলা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক! এক এক মাধ্যমের এক এক অনুভূতি। এই ইন্দ্রিয়গুলো স্পন্দন গ্রহণ করার মালিক। এদের রসস্বাধনের ক্ষমতা নেই। তবে এই রস পান করে কে? মন! না মনের আড়ালে আর একজন। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। আমার দশা তাই। বিচিত্র ভাবনা বিচিত্র চিন্তা মনকে প্রায়শই ভাবিত করে চলেছে। তবে আমি স্থির এই সিদ্ধান্তে যে মনের আড়ালে আর একটা মন আছে। সেই মন আমার কিনা জানি না। তবে কার ? প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে মন ভিক্ষা করে। বলে তোমার মনে আমাকে স্থান দাও। মনে স্থান দিলে কি হয়। অমরত্ব পাওয়া যায় কি? প্রেম কি অমরত্বের সন্ধান দেয়? অমরত্ব কি? মরে গিয়েও কি বেঁচে থাকা? প্রশ্ন অনেক। সে যাই হোক। ১৯৯২ সাল। বেনারস গেছি। কাশী বললে আরো ভালো। আজ থেকে ৩০ বছর আগে। বয়স কম জন্য অনেকেই তাদের আশ্রয়ে স্থান দিতে চায়নি। কেন গেছি কি কারণে গেছি সে কথা আপাতত উহ্য থাক। সরোজ গেস্ট হাউসে আমার থাকাটা যখন স্থির হয়ে গেল সত্যি সত্যি আমি নিজেকে বিদেশে নিরাপদ ভেবে নিয়েছি। গঙ্গাজীর (কাশীতে গঙ্গাকে সবাই গঙ্গাজী বলে ডাকে) ধারে একটি ছোট গলিতে সেই নিবাসস্থল। কম পয়সায় ঘর পাব জন্য সেই গেস্ট হাউসের ছাদ সংলগ্ন ঘরটাই ছিল আমার ক্ষণিক আশ্রয়ের ঠিকানা। গ্রীষ্মকালের দাবদাহ কি ভয়ানক হতে পারে, তার চূড়ান্ত নিদর্শন ছিল সেই ছাদ সংলগ্ন ঘর। মা অন্নপূর্ণার শহরে কেউ ভুবুক্ষু থাকে না। আমিও থাকিনি। আর রাত গড়াতেই সরোযজী, যিনি গেস্ট হাউজের কর্মী (উনি কেন যে আমাকে ভালবেসে ছিলেন সে কথা আমি বলতে পারবো না) আমার ছাদ সংলগ্ন ঘরে এসে বললেন, চলিয়ে, ঘুমকে আতে হে। রাত প্রায় দশটা বাজে। আমি বললাম, কাঁহা? আরে বাঙালিবাবু, ইয়ে মউশমমে কাশী রাতমে জাগতি হ্যায় আউর দিন মে শোতি হ্যায়। চলিয়ে.... কাশীমে সব মোক্ষস পানে কি লিয়ে আতে হ্যায়। মোক্ষ? নির্বান!! স্যালভেসন!!! কি বলছে আমার গেস্ট হাউসের কর্মী!!!! বিশ্বাসে ভর করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। কাশীর শ্মশান দেখার খুব ইচ্ছা। শুনেছি কাশীতে কেউ মারা গেলে তার আর জন্মলাভ হয় না। আপ মুঝে মানিকর্নিকা ঘাট লে যা শাক্তে হো কেয়া? কিঁউ নেই বাবু? উহাপে সাধু লোগ সে মিলেঙ্গে। সাধু লোগসে মিলনা চাহিয়ে। আমি কাশীর রাস্তায় নেমে এলাম। চতুর্দিকে দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে। কে বলবে রাত দশটা বাজে? মণিকর্ণিকা ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল। কোথা দিয়ে উনি নিয়ে এলেন আমি টের পাইনি। মরা পুড়ছে। তার একপাশে চারজন গেরুয়া বসনধারী বসে রয়েছে। আমি আর সরোজজি সেই চারজনের পাশেই গিয়ে বসলাম। কথোপকথন শুরু হলো এবং হিন্দিতে। হিন্দি বুঝতে পারলেও হিন্দি আমি ঠিক বলতে পারি না। তথাপি কাজ চালানোর মত বলার কসুর করলাম না। কল্কেতে গাঁজা খাচ্ছে সবাই। আমার দিকেও সেই কলকে এগিয়ে এলো। গাঁজা আমি খাইনি এ কথা বলব না। কল্কের থেকে সিগারেটই স্বাচ্ছন্দ্য ছিলাম বেশি। তবে কল্কেতে গাঁজা খাওয়ার স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে সার্বজনীনতা আছে। মিনিট দশের পরে মন হলো উর্ধ্বগামী। জগৎ সংসার লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে রকেটের মতো মহাকাশের অজানায় উড়ে চলে গেল। অজানা অচেনা শহরের শ্মশানে আমি তখন এক গাঁজাখোর। ধর্মের কথা মাথায় ঢোকা দূরে থাক। দেখছি চতুর্দিকে আগুন আর আগুন। মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হচ্ছে। (মোক্ষ কি?) সবাই ভজন গাচ্ছে। অবাঙ্গালী সাধুরা আমাকে ধরে বসল একটা ভজন গাইবার জন্য। আমি ভোজন জানি। কিন্তু ভজন গীত কিভাবে গাওয়া হয়, তার কিছুই জানি না। সার্বজনীন কল্কে কয়েকবার নিজ বৃত্তে পরিভ্রমণ করে ফেলেছে। আমি কি গাইবো? কি জানি!!! শ্মশান দেখতে এসেছিলাম। দেখা পূর্ণ হয়েছে। বাবুজি গাইয়ে না!!! কোই গীত তো শুনাও। সরোজজী বলে বসলেন। চতুর্দিকে আগুন। আমি গুনগুন করে উঠলাম রামপ্রসাদী ঢঙে। "আমার এমন দিন কি হবে মা তারা। যবে তারা তারা বলে নয়নবেয়ে পড়বে ধারা। আমি ত্যজিব সব ভেদাভেদ। ঘুচে যাবে মনের খেদ। শত শত সত্য বেদ। তারা আমার নিরাকারা।" অনেক্ষন গাইলাম। সবাই চুপ। সাকার জগতে আমি নিরাকারের গান গাইলাম। শব্দার্থ কেউ অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু কিছু যেন হয়েছে। সবাই চুপ। রামপ্রসাদ সেন, আমার বাঙালী কালীপ্রেমিক, তার মন দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে কাশীর শ্মশানচারীকে। আগুন জ্বলছে। এ আগুনের নির্বাপণ হবে না। সরোজজী আমার মৌতাত ভাঙালেন। আভি ঘর জানা হ্যায়। রাত আভি দো বাজ চুকে হ্যায়। সেই মন। যা নিয়ে শ্মশানে এসেছিলাম আর যা নিয়ে যাচ্ছি। সরোজজীর কথা কানে এখনো শুনে চলেছি, চলিয়ে বাবুজি। ঘর জানা হ্যায়। ওই যে ঘুরেফিরে মন!!! ঘরে ফেরাতে পারে মন। মন তো বাউন্ডুলে। সে বিশ্ব সংসারের সংবাদদাতা। প্রতিনিয়তই প্রশ্ন করে চলেছে.......সাংবাদিকদের মতো। কিন্তু ঘরের উত্তর কে দেবে??????

'খাস নবাব' আম ফলিয়ে তাক লাগাল পতিরামের চাষি মনসুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুমারগঞ্জ: মরশুমের শেষবেলায় বিশেষ প্রজাতির আম ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কুমারগঞ্জের চাষি মনসুর আলি মণ্ডল। স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয় এই আমের চাহিদা বেড়েছে কুমারগঞ্জের আমপ্রিয় মানুষ থেকে শুরু করে আমের বাজারে। মরশুমের একেবারে শেষের দিকে যখন বাজারে মিষ্টি আম হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়, ঠিক সেই সময় 'খাস নবাব' নজর কেড়েছে সবার। কুমারগঞ্জের উদইল গ্রামের আমচাষি মনসুর আলি মণ্ডল জানান, 'মাত্র পাঁচ বছর আগে একটি নার্সারি থেকে এই আমের গাছ কিনে এনে নিজের পুকুর পাড়ের জমিতে লাগিয়েছিলাম। সঙ্গে অন্য আমের গাছও ছিল। কিন্তু 'খাস নবাব' নামের এই গাছের বয়স দুবছর হওয়ার পর থেকেই আম ধরতে শুরু করেছে। এবার নিয়ে তৃতীয় বছর হল, আমের খুব ভালো ফলন হয়েছে। আকারে ও স্বাদে এই

আমের কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। সর্বোপরি আমের বয়স পরিপূর্ণ হওয়ার পথে এগুলি অনেকটা উজ্জ্বল হলুদ রং-এর হয় এবং দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগে। তাই অনেকে এই 'খাস নবাব' আমকে 'বেগম আমও' বলেন। বাজারে তাই সাদরে বিক্রি হয় মরশুমের শেষের এই প্রসিদ্ধ আম। কুমারগঞ্জের সাফানগর, সমজিয়া ও জাখিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়ও এই আমের আরও কিছু গাছ রয়েছে এবং সব জায়গাতেই এই আমের ফলন এবার খুব ভালো হয়েছে। গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মহাসিন আলি মণ্ডল জানান, 'খাস নবাব আম খেয়েছি। আমের স্বাদ ও সুগন্ধ খুব। আমার মনে হচ্ছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কুমারগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে এই আম চাষের সম্প্রসারণ ঘটবে এবং আমচাষিরা অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হবেন।'

মহরম উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও তাজিয়া তৈরির ধুম শিলিগুড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বুধবার মুসলিম সম্প্রদায়ের শোকের পরব মহরম। মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নিয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রা কোরে শোক ব্যক্ত করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই মহরম উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও তাজিয়া তৈরির ধুম পড়েছে। শিলিগুড়ির বেলডাঙ্গি তুম্বাজোত এলাকায় তাজিয়া তৈরির এমনই তোড়জোরের ছবি নজরে এলো। মহরমের দুই মাস আগে থেকেই তাজিয়া বানাতে শুরু করেছেন এমডি নাসির। তিনি পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান হলেও মহরমে শখের জন্য এই তাজিয়া বানিয়ে থাকেন। তার বানানো এই তাজিয়া শিলিগুড়ি সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা যায়। তিনি তুর্কি, ইরাক, ইন্দোনেশিয়ার প্রসিদ্ধ মসজিদের আদলে তাজিয়া বানিয়ে থাকেন।

জলপাইগুড়ির দিনবাজার পরিদর্শনে আসলেন স্বয়ং জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সব্জি বাজারের হালহকিকত জানতে এবার জলপাইগুড়ির দিনবাজার পরিদর্শনে আসলেন স্বয়ং জেলা শাসক। যদিও ক্রেতাদের একাংশের অভিযোগ, লোক দেখানো পরিদর্শন করছে প্রশাসনের আধিকারিকরা। পেট্রোল ডিজেলের অতিরিক্ত ট্যাক্স নিচ্ছে সরকার। এতে পরিবহন খরচ বাড়ছে।সেদিকে খেয়াল নেই।গরীব চাষিদের ফসলের দাম কমাতে উঠে পড়ে লেগেছে।উল্লেখ, বেশ কয়েক দিন থেকে মহকুমা শাসককে দেখা গিয়েছিল জেলার বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করতে।সোমবার দেখা গেলো জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভীন সহ সদর বিডিও, কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা দিনবাজার অভিযানে যান। জেলা শাসক জানান বেশ কিছু সব্জির দাম কমেছে।কিছু হোলসেল ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে সব্জির দাম বাড়ছে।ডিআইবিকে বলে আমরা কিছু ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেব।' যদিও লোক দেখানো পরিদর্শন বলে অভিযোগ ক্রেতাদের। এক ক্রেতার বক্তব্য পেট্রোক ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়ছে। সেই কারনে পরিবহন খরচ বাড়ছে। গরিম কৃষকদের ফসলের দাম কমাতে সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। অথচ সরকার পেট্রোল ডিজেলের অতিরিক্ত কর নিচ্ছে সেটা কমাচ্ছে না। সেটা কমালেই তো সব জিনিসপত্রের দাম কমে।

বিজেপি কর্মীর জমিতে চাষ করা যাবে না, ফতোয়া তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি কর্মীদের জমিতে চাষ না করার ফতোয়া জারি করেছে তৃণমূল। এমন অভিযোগ নিয়েই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিজেপির কিষান মোর্চা। বিজেপির দাবি, কোথাও মৌখিকভাবে, কোথাও তৃণমূলের স্থানীয় নেতার প্যাডে লিখে ওই ফতোয়া জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে বেশ কিছু কৃষকের নামের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে বিজেপির কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে। কৃষক সংগঠনের দাবি, জেলা জুড়ে প্রায় এক হাজার বিঘে জমিতে চাষ না করার ফতোয়া জারি করা হয়েছে। বিজেপির কৃষক মোর্চার কোচবিহার জেলা সভাপতি মুরারী রায় বলেন, "তৃণমূলের ফতোয়ায় বহু বিজেপি কর্মী চাষাবাদ করতে পাচ্ছেন না। আমরা ১৩০ জনের একটি তালিকা প্রশাসনের কাছে দিয়েছি।" তৃণমূল অবশ্য ওই অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি করেছে। বিজেপির অভিযোগ, ৪ জুন কোচবিহার লোকসভার আসনে তৃণমূল জয়ী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গ্রামে হুমকি দেওয়া শুরু হয়। মাথাভাঙার ফুলবাড়িতে পঞ্চায়েত সদস্য ও বিজেপি কর্মীদের দলবদল করতে চাপ তৈরি করে রাজ্যের শাসক দল। যারা দলবদল করেছে তাঁদের ছাড় দেওয়া হয়। যারা বিজেপিতেই রয়ে গিয়েছে তাঁদের জন্য জারি হয়েছে 'ফতোয়া'। সেখানে প্রায় ১২০ বিঘে জমিতে চাষের কাজ না করার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। বিজেপি কর্মী রাধামাধব বর্মণ বলেন, "জমি চাষ করার জন্য ট্রাক্টর পাচ্ছি না। পাট কাটার জন্য আমরা শ্রমিকও পাচ্ছি না।" বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অভিযোগ করেন, শুধু মাথাভাঙা নয়, জেলার প্রায় সর্বত্রই বিজেপি কর্মীদের চাষাবাদে সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। কাউকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কাউকে দলে যোগদান করানো হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এমন কোনও অভিযোগের কথা জানেন না বলে জানিয়েছেন। তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "এমন কোনও বিষয় রয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

তৃণমূলের এক বুথ সভাপতির 'প্যাডে' লিখে বিজেপি কর্মীদের চাষাবাদ বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তুফানগঞ্জের মহিষকুচিতে। এমন একটি চিঠি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হলে শোরগোল পড়ে যায়। ওই চিঠিতে বেশ কয়েকজনের নাম রয়েছে। উপরে লেখা রয়েছে, 'যাদের হাল বন্ধ তাদের লিস্ট'। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে ওই চিঠি 'ফেক'। ওই চিঠিতে নাম রয়েছে, তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের মহিষকুচি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত গেদারচর এলাকার এক কৃষক আনন্দ সাহার। তিনি বলেন, "আমার জমিতে যাতে চাষ বা হাল দিতে না পারি তার জন্য ট্রাক্টর মালিকদের নিষেধ করা হয়েছে। আমার চার বিঘে জমি চাষের জন্য শ্রমিকও পাচ্ছি না। ধান যদি উৎপাদন করতে না পারি তাহলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।" তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "আমাদের দল কারও চাষাবাদ বন্ধ করে দেওয়ার মতো বিষয় অনুমোদন করে না। যে চিঠি ভাইরাল হয়েছে তা 'ফেক' বলেই দলীয় স্তরে আমরা জানতে পেরেছি। তার পরেও বলছি যদি কেউ এমন করে থাকে দল ব্যবস্থা নেবে। আর বিজেপি যদি 'ফেক' চিঠি তৈরি করে ভাইরাল করে সেক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" অবশ্য ওই অভিযোগ পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে নেই তৃণমূল। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নিজেই মহিষকুচিতে গিয়ে ট্রাক্টর নিয়ে বিজেপি কর্মীর জমিতে নেমে যান। তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, এমন কোনও কাজ করা যাবে না যাতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত বুথ সভাপতিকেও পদ থেকে সরিয়ে দেন অভিজিৎ। তিনি বলেন, "আমি যেটা করেছি তা বুথ সভাপতিও করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। তাই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।"

মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙা: এ বারে পুলিশের সামনেই এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের উপপ্রধান ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি কোচবিহারের মাথাভাঙায়। ১২ জুলাই শুক্রবার ওই মহিলাকে নিগ্রহ করার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরেও তা নিয়ে চারদিকে শোরগোল পড়ে যায়। ওই মহিলাকে মাথাভাঙা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের উপপ্রধানের ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এছাড়া আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "ওই ঘটনায় দুটি মামলা রুজু হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।" ওই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "মাথাভাঙার একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়ে অন্যান্য ঘটনা এক পঙক্তিতে ফেলে একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে। যা দুর্ভাগ্যজনক। সেখানে জবরদখল উচ্ছেদ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে গন্ডগোল চলছিল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক মহিলাকে এক যুবক ধাক্কা দিয়েছে। এই ঘটনাকে আমাদের দল সমর্থন করে না। আইন মেনে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আর আমাদের উপপ্রধান সেখানে ছিলেন না। তাঁর কোনও ছবি ভিডিওতে নেই।"

ঘটনার সূত্রপাত, রাস্তার পাশের সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে। সরকরি জমি বলতে ফুটপাত। অভিযোগ, ওই মহিলা কান্দুয়ার মোড়ে একটি সরকারি জমি দখল করেছিলেন। দিন কয়েক আগে প্রশাসনের তরফে তা ভেঙে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সেখানকারই ফুটপাতের আরেকটি অংশ দখল করে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী। তা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে থানায় গিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান ওই মহিলা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যবসায়ীকে সরকারি জায়গা দখল করতে নিষেধ করে। অভিযোগ, ওই সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। ওই মহিলাকেও ডেকে পাঠানো হয়। সেখানেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। যা কিছুক্ষনের মধ্যে হাতাহাতিতে গড়ায়। ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক ওই মহিলাকে প্রথমে একটি লাথি মারে। পরে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। পেছন থেকে একজন পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে সরিয়ে দেয়। অভিযোগ, পুলিশ এমন অপরাধ করতে দেখেও ওই যুবককে সেখানে সতর্ক পর্যন্ত করেনি। শুক্রবার দু'পক্ষের তরফেই পুলিশে অভিযোগ করা হয়। এরপরেই অবশ্য পুলিশ প্রধান অভিযুক্ত সহ ২ জনকে গ্রেফতার করে। তৃণমূলের উপপ্রধান বলেন, "আমি সেখানে ছিলাম না। ওই মহিলা ফুটপাত দখল করেছিলেন প্রশাসন তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে। আর ওই ব্যবসায়ী নিজের জায়গায় বেড়া দিচ্ছিলেন তাতে ওই মহিলার কেন আপত্তি তা বুঝতে পাচ্ছি না। সেখানে কয়েকজন মহিলার মধ্যে হাতাহাতি হয়। আমার ভাই গন্ডগোল থামাতে গিয়েছিল। সেই সময় দু'জন পড়ে যায়।" মাথাভাঙার হাসপাতলে শুয়ে ওই মহিলা অবশ্য বলেন, "উপপ্রধান ও তাঁর ভাই আমাকে মারধর করে। আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়। আমাকে শ্লীলতাহানি করা হয়। ওঁরা অনেকেই ছিলেন। আমি একা ছিলাম। আমার স্বামী ভুটানে কাজের সূত্রে থাকেন। আমার দুই সন্তান ছোট। পরে আমার চিৎকারে অন্য বাসিন্দারা গিয়ে উদ্ধার করেন।"

পঞ্চাননের উপাচার্যের সমর্থনে রাস্তায় রাজবংশী ঐক্য মঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উপাচার্যের সমর্থনে এবারে সরাসরি পথে নামল রাজবংশী ঐক্য মঞ্চ নামে একটি সংগঠন। ১৬ জুলাই সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়ের সমর্থনে একটি মিছিল বের করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা কোচবিহার রাসমেলার মাঠে জমায়েত হন। সেখানে একটি সভা করে তারা শহরে মিছিল করেন। পরে গুঞ্জবাড়িতে পঞ্চানন ভবনেও একটি সভা করেন। সংগঠনের পক্ষে অবশ্য জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে তারা কোনও কথা বলতে চান না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য নিখিলেশ রায়কে 'ছোট জাতি' তুলে যে গালি দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে নেমেছেন তারা। নিখিলেশ রায় রাজবংশী সমাজের মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে রয়েছেন। রাজবংশী ঐক্য মঞ্চের আহবায়ক অন্নময়ী অধিকারী বলেন, "নিখিলেশ রায়কে যেভাবে ছোট জাতির মানুষ বলে অসম্মান করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। এর আগেও আমরা শুনেছি রাজবংশী 'ভিসি' মানব না বলেও পোস্টার দেওয়া হয়। এসব অন্যায় যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির দাবি করছি। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাবলু বর্মণ ওই আন্দোলনের কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে দাবি করেন। তিনিও দিন কয়েক আগে দাবি করেছিলেন তাঁকেও রাজবংশী জাতির কথা তুলে অসম্মান করা হয়। সাবলু বলেন, "উপাচার্যকে জাতি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেনি। পুরোপুরি মিথ্যে অভিযোগ। তা নিয়ে যারা রাস্তায় নামছেন তাঁরা জাতিকেই অসম্মান করছেন।" গত বেশ কিছুদিন ধরেই উপাচার্য-রেজিস্ট্রার বিরোধ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১০ মে একাধিক অভিযোগে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সফেলিকে বরখাস্ত করেন উপাচার্য নিখিলেশ রায়। তা নিয়ে একটি মামলাও চলছে উচ্চ আদালতে। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব আরেক অধ্যাপককে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় মঙ্গলবার প্রায় দুই মাসের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যান আব্দুল কাদের সফেলি। অভিযোগ, ওইদিন রেজিস্ট্রারের ঘরের তালা ভাঙা হয়। কয়েকটি সিসিটিভি ভাঙা হয়। উপাচার্যের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ওইদিনই কোতয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়। তিনি অভিযোগ করেন, তিনি একজন রাজবংশী সমাজের মানুষ। তাঁকে 'সেই সমাজের কথা তুলে আক্রমণ করা হয়'। তা নিয়ে একাধিক রাজবংশী সংগঠন সরব হয়ে উঠেছে। ওইদিন অপসারিত রেজিস্ট্রার উপাচার্যের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা মামলা করেন। আবার রেজিস্ট্রার ঘনিষ্ঠ সাবলু বর্মণও থানায় একটি অভিযোগ করেন। তিনিও সেখানে দাবি করেন, তাঁকেও সম্প্রদায় তুলে অসম্মান করা হয়। পরে সাবলু দাবি করেন, উপাচার্যের অভিযোগ ঠিক নয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই এসসি-এসটি ধারায় মামলা করে দুটি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই অবস্থায় এদিনের আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা ছিল। আবার এদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডাকে একটি কনভেনশন হয়। সেখানে তৃণমূলের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিছিলও করে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের কাছে একটাই আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। আশা করি সবাই দ্রুত সে পথে হাঁটবে।"

প্রশাসনের উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি শুরু কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলু-আনাজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বুধবার থেকে অসম সীমানায় কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। আলু বোঝাই কোনও গাড়ি অসমে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বেশ কয়েকটি আলু বোঝাই গাড়ি ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। দিন কয়েক ধরে টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেও খুব একটা বদলায়নি বাজারের চিত্র। কিছু আনাজের দাম কমেছে, আবার কিছু আনাজের দাম বাড়তে শুরু করেছে। কোচবিহারে যে পটল বিক্রি হত ৫০ টাকা কেজি দরে, তা এখন বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে। কোথাও কোথাও আবার পাইকারি ও খুচরো বাজারের মধ্যে অনেকটা তফাত রয়েছে। এই অবস্থায় কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার কোচবিহার বড়বাজারে একটি স্টলের মাধ্যমে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করা শুরু হয়। আলু বিক্রি হয় ২৬ টাকা কেজি দরে, পেঁয়াজ ৩৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির মাধ্যমে কোচবিহার শহরে সাতটি কেন্দ্র থেকে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। সেই সঙ্গে ব্লকে ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে। তিনি বলেন, "বিভিন্ন বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান হচ্ছে। সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আলু-পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনাজের দাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে টাস্ক ফোর্সকে ময়দানে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পরেই বাজারে বাজারে অভিযান শুরু হয়। তার পরেও অবস্থা খুব একটা বদলায়নি। অভিযোগ উঠেছিল, মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যের চাহিদা মেটার পর ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর কথা জানান। তারপরেও কোচবিহার থেকে বহু আলু ট্রাকে ট্রাকে অসমে পাঠানো হচ্ছিল। তাতে বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। এই অবস্থায় কড়া পদক্ষেপ নিয়ে অসম সীমানায় পাহারা বাড়িয়ে আলু বোঝাই গাড়ি আটক শুরু হয়।

শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণে মাসাই স্কুলের ভূমিকা

কলকাতা: মাসাই স্কুল হল একটি প্ল্যাটফর্ম যা সুযোগের সাথে স্কিল সংযোগের সেতু তৈরি করে ভারত জুড়ে ৫০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণে সফলতা অর্জন করেছে। প্ল্যাটফর্মটি ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট হিসাবে কাজ করে, এটি ১০০ টিরও বেশি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং ৬,০০০ বর্তমান তালিকাভুক্তির সাথে বছরের পর বছর ধরে স্কেল করেছে। এই মাসে পাঁচ বছর পূর্ণ করে, সংস্থাটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করে ভারতের মানবিক সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করার একমাত্র লক্ষ্য পূরণ করতে নিশ্চিত করেছে।

দেবব্রত হালদার, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের আইটি সেক্টরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। কৃষি-প্রধান পটভূমি থাকা সত্ত্বেও, তিনি তার পিতামাতার কাছ থেকে উৎসাহ এবং সমর্থন পেয়েছিলেন, ইন্দ্রজিৎ পাল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাসিন্দা, তার শৈশব ফুটবলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল তার বাবার মৃত্যুর পরে আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলি তার একাডেমিক পছন্দগুলিকে আকার দেয় এবং কলকাতার একটি সহায়ক পরিবার থেকে উঠে আসা অর্ণব তার লিঙ্গ পরিবর্তনের সময় বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, যাদের স্বপ্ন পূরণে সফলতা অর্জন করতে সহায়তা করেছে মাসাই স্কুল।

শিল্পের প্রধান সংস্থাগুলির সাথে হাত মেলানোর পাশাপাশি, মাসাই স্কুল তিনটি আইআইটি প্রতিষ্ঠান, যেমন, আইআইটি গুয়াহাটি, আইআইটি মান্ডি, এবং আইআইটি রোপার এবং ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) এর সাথে সহযোগিতা গড়ে তুলেছে।

মাসাই স্কুল সম্পর্কে মাসাই স্কুলের সিইও এবং কো-ফাউন্ডার প্রতীক শুক্লা বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য দক্ষতাকে উন্নত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম অফার করা এবং নিশ্চিত ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্যতা আনলক করা, যার ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগগুলি প্রসারিত হয় আমরা শিক্ষার বাস্তুতন্ত্রকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করার কল্পনায় রয়েছি।"

নাকফ নিথিন সাই-তে কৌশলগত বিনিয়োগ ডিএসএসএল-এর

কলকাতা: ডাইনামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড (DSSL), নাকফ নিথিন সাই গ্রীন এনার্জি পিভিটি লিমিটেড-এর ৪৯% অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করেছে। এটি একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির কোম্পানি, যা এই সেক্টরে তার পদচিহ্ন প্রসার করতে চাইছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপ ডিএসএসএল-এর স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পোর্টফোলিও সম্প্রসারণের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে। নাকফ নিথিন সাই গ্রীন এনার্জি পিভিটি লিমিটেড তার উদ্ভাবনী পন্থা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রকল্পের জন্য স্বীকৃত, যা তাদের ডিএসএসএল-এর একটি আদর্শ অংশীদার করে তুলেছে। অধিগ্রহণটি সৌর শক্তি প্রকল্পগুলিতে ডিএসএসএল-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, স্থিতিশীল শক্তি সমাধান সরবরাহ করতে সক্ষম করবে এবং ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবদান রাখবে। সম্পদ এবং দক্ষতার একীকরণ উচ্চ-দক্ষ সৌর প্রকল্পের বিকাশে ডিএসএসএল-এর প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে, নবায়নযোগ্য শক্তিতে এর বাজারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ডিএসএসএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ যুগল কিশোর ভগত বলেছেন যে এই অধিগ্রহণ কোম্পানির স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির বাজারে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। ঘোষণাটি ডিএসএসএল-এর বাজার কর্মক্ষমতাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে, শেয়ারের দাম ১৫.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক ডিজাইনের সাথে এসইউভি সেগমেন্টের প্রথম লুক প্রকাশিত করল স্কোডা অটো ইন্ডিয়া

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া জুগারনট বিশ্ব জুরে তার ১২৯ তম বার্ষিকী এবং ভারতে ২৪ তম বার্ষিকী উদযাপন করে তার নতুন কমপ্যাক্ট এসইউভি লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। কোম্পানি সারা বছর ধরে বিভিন্ন গ্রাহক এবং পণ্যের ক্রিয়াকলাপে নতুন গাড়িটি প্রদর্শন করেছে। MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে স্কোডার আসন্ন কমপ্যাক্ট এসইউভি, ৪-মিটার পদচিহ্ন বজায় রেখে একটি বড় গাড়ির গতিশীলতা এবং পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেয়। এসইউভি ভারতে কোম্পানির প্রথম রূপায়িত আধুনিক সলিড ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, যা স্পষ্ট, ছোট লাইন দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। ডিজাইন টিমের লক্ষ্য হল ফেন্ডারের চারপাশে ব্রেভ এবং মাস্কিউলার লুক, হাই গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, এবং এবড়োখেবড়ো রাস্তার পৃষ্ঠের জন্য চাকার চারপাশে স্থান দেওয়া। এসইউভি ভারতে সাব ৪-মিটার এসইউভি সেগমেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ডিজাইন টিজার প্রকাশের বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পেটার জেনেবা বলেছেন, "আমরা ২০২৪-এর জন্য নতুন কমপ্যাক্ট এসইউভি লঞ্চ করার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। স্কোডা ইন্ডিয়ার এই এসইউভিগুলি ইউরোপীয় প্রযুক্তিকে গণতন্ত্রীকরণ করবে এবং ইউরোপের বাইরে স্কোডা অটোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসাবে ভারতের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ক্রেতাদের কাছে আবেদন করবে। এই নতুন গাড়ির বেশিরভাগই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে।"

আটটি সুপারফুডের সঙ্গে ফ্লু সিজনের বিরুদ্ধে লড়াই

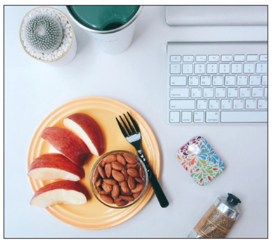

কলকাতা: বর্ষা ঋতুতে সাধারণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো অপরিহার্য। ডাঃ রোহিনী পাটিল, একজন পুষ্টিবিদ, সুস্থ থাকার জন্য আপনার খাদ্যতালিকায় পুষ্টি সমৃদ্ধ আটটি সুপারফুড অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলি হল বাদাম, হলুদ রসুনের মতো অনেক কিছু। ১৫ প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, বাদাম হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে, শক্তি এবং ইমিউনিটি বাড়ায়। হলুদ-এর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য অনাক্রম্যতা বাড়ায় এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি দেয়। আদা হজমে সহায়তা করে, প্রদাহ কমায়। সর্দি-কাশি এবং গলা ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

অ্যালিসিন সমৃদ্ধ, রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রভাব দেখায়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, গ্রিন টি শরীরকে ডিটক্সিফাই করে এবং মেটাবলিজম বাড়ায়। কমলালেবু, লেবু এবং জম্বুরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। এগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে। পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি থাকে, যা হজমে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সুবিধা দেয়। ফাইবার, ভিটামিন এ এবং সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়।

এই সুপারফুড আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করে ফ্লু সিজনে স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে লড়ুন এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখুন।

শুরু হয়েছে সিএমএফ-এর অত্যাধুনিক পণ্যের বিক্রি

কলকাতা: সিএমএফ, লন্ডন-ভিত্তিক প্রযুক্তি কোম্পানি নাথিং-এর একটি সাব-ব্র্যান্ড, তার উচ্চ প্রত্যাশিত সিএমএফ ফোন ১, সিএমএফ বাড্স প্রো ২, এবং সিএমএফ ওয়াচ প্রো ২ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। সিএমএফফোন ১-এর দুটি মডেলে রয়েছে যার প্রথমটিতে ৬জিবি+ ১২৮ জিবি এবং অপরটিতে ৮জিবি+ ১২৮জিবি স্টোরেজ ক্ষমতা রয়েছে, যা যথাক্রমে ১৫,৯৯৯ এবং ১৭,৯৯৯ মূল্যে উপলব্ধ, সিএমএফ বাড্স প্রো ২-এর জন্য ৪,২৯৯ মূল্য নির্ধারিত। নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার জন্য নাথিং-এর সাথে সহ-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে সিএমএফ ফোন ১ প্রস্তুত করা হয়েছে, যা মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৩০০ ফাইভজি প্রসেসর সহ ভারতের প্রথম ফোন। এটিতে ১৬ জিবি র‍্যাম সহ একটি ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে, যা অনন্য অ্যান্ড্রোয়েড অভিজ্ঞতা প্রদান করে। কোম্পানির স্মার্টওয়াচটি একটি বিনিময়যোগ্য বেজেল ডিজাইন সহ তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে একটি ১.৩২" এএমওএলইডি ডিসপ্লে, ১২০টি স্পোর্টস মোড এবং আরও উন্নত বৈশিষ্ট্য। এর আইপি৬৮ জল এবং ধুলো প্রতিরোধী, একটি সক্রিয় জীবনধারা সমর্থন করে এবং ১১ দিন পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ থাকে। সিএমএফ বাড্স প্রো ২ হল দ্বৈত ড্রাইভার, এলডিএসি™ প্রযুক্তি, হাই-রেস অডিও ওয়্যারলেস সার্টিফিকেশন, ৫০ ডিবি স্মার্ট এএনসি, এর ব্যাটারি লাইফ ৪৩ ঘন্টা, যা দ্রুত ১০-মিনিটের চার্জ সহ ৭ ঘন্টা পর্যন্ত প্লেব্যাকের সুবিধা দেয়। কোম্পানির এই সমস্ত পণ্যগুলি গ্রাহকরা ফ্লিপকার্ট, ক্রোমা, বিজয় সেল এবং অন্যান্য রিটেল স্টোর থেকে কিনতে পারবেন, যার বিক্রয় শুরু হবে আজ দুপুর ১২টা থেকে।

নতুন ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড চালু করেছে কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ড

কলকাতা: ভারতের 'সেকেন্ড ওল্ডেস্ট অ্যাসেট ম্যানেজার' কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ড একটি 'ওপেন-এন্ডেড ডায়নামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড' চালু করার ঘোষণা করেছে। এই ফান্ডের লক্ষ্য বাজারের অনুকূল অবস্থার সময় 'হাই রিটার্নস' অর্জন করা এবং প্রতিকূল সময়কালে 'রিস্কস' হ্রাস করা। নতুন তহবিল অফার (এনএফও) ১২ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত খোলা থাকবে। তহবিলটি ইক্যুইটি ট্র্যাক্সেশনের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ইক্যুইটির জন্য কমপক্ষে ৬৫% বরাদ্দ করবে, বাকি অংশ ঋণ (ডেট) এবং মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টসে বিনিয়োগ করবে। তহবিলটি দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ও ইনকাম জেনারেশনের জন্য ইক্যুইটি ও ঋণের এক্সপোজারে দ্রুত সামঞ্জস্য এনে মার্কেট ভোলাটিলিটি দ্বারা প্রভাবিত বিনিয়োগকারীদের সমস্যা দূর করবে। কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ডের সিইও রজনীশ নারুলা ডায়নামিক ইক্যুইটি এক্সপোজার ও রিস্ক মিটিগেশনের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিলটির উপযুক্ততার উপর জোর দিয়েছেন। অ্যাসেট অ্যালোকেশনের জন্য একটি প্রোপাইটারি থ্রি-ফ্যাক্টর মডেল দ্বারা পরিচালিত হবে যা ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাক-টেস্ট করা হয়েছে। এই মডেলটি অ্যাসেট অ্যালোকেশনের নির্ধারণের জন্য 'ট্রেইলিং পি/বি', 'ইক্যুইটি রিস্ক প্রিমিয়াম' এবং 'ফরোয়ার্ড পি/ই' ব্যবহার করবে। ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্টগুলি সেক্টর অ্যালোকেশন ও স্টকগুলির বটম-আপ সিলেকশনের জন্য কম্পাউন্ডার ও সাইক্লিক্যালসের সংমিশ্রণে একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করবে। ডেট সেগমেন্টটি সরকারি বন্ড ও এএএ-রেটেড কর্পোরেট পেপার্সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং ফেরতলাভের জন্য যথাযোগ্যভাবে গতিশীলভাবে

পরিচালিত হবে। স্ট্যাগার্ড ইনভেস্টমেন্টসের সুবিধার্থে ফান্ডটি অটো সুইচ ও স্মার্ট এসটিপির মতো স্পেশাল ফিচার্স প্রদান করবে। এটি ক্রিসিল হাইব্রিড ৫০+৫০ মডারেট ইনডেক্সের সূচক-সম্পন্ন। এই ফান্ডের ম্যানেজারদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীদত্ত ভান্ডওয়ালদার, এনেন্ট ফার্নান্ডেজ, সুমন প্রসাদ ও অমিত কদম।

নাগাল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বানন্দ সোনোয়ালের পরিকল্পনা

কলকাতা: নাগাল্যান্ডের জলপথের সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল স্টেকহোল্ডারস কনফারেন্সের ইন্টারেক্টিভ সেশনের একটি অনুষ্ঠানে এক নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করেছে। ভারতের জাতীয় জলপথ টিজু জুঙ্কি নদীকে কাজে লাগিয়ে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী, নেফিউ রিও সর্বানন্দ সোনোয়ালের সাথে এই সহযোগিতায় যোগ দিয়ে এই পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে, যেখানে অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ এবং নাগাল্যান্ড পরিবহন বিভাগ নেভিগেশন সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য সহযোগিতা করেছে। নাগাল্যান্ডের টিজু নদী চিনডাউন নদীতে প্রবাহিত হয়, যা মায়ানমারের নিংথি নদী নামেও পরিচিত, যা মিয়ানমারের বৃহত্তম নদী ইরাবদি নদীতে প্রবেশ করে, যা উত্তর-পূর্ব থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুটে কার্গো চলাচলের বিকল্প প্রদান করে। এর মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনা বাড়বে।

এই ইন্টারেক্টিভ সেশনটি আয়োজিত করেছিল ভারত সরকারের বন্দর, জাহাজ ও জলপথ (MoPSW) মন্ত্রককের নোডাল এজেন্সি ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (IWAI), যেখানে উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণাগুলি করা হয়েছিল। এখানে নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুনগো প্যাটন, রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী টেমজেন ইমনা আলং এবং লোকসভার সাংসদ এস জামির সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীজির গতিশীল নেতৃত্বে, আমাদের ভারত সরকার এক দশকেরও কম সময়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, এই বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসাবে উত্তর-পূর্বের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলের নৌপথের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি উপস্থিত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এই অঞ্চলের জলপথের মাধ্যমে প্রদত্ত সুযোগগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।"

U.S. Polo Assn 'সিটি অফ জয়'-এ তার ব্র্যান্ডের পদচিহ্নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে

কলকাতা: U.S. Polo Assn, বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ইউনাইটেড স্টেটস পোলো অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএসপিএ) ভারতের নেতৃস্থানীয় ক্যাজুয়াল পোশাকের ব্র্যান্ড, সাউথ সিটি মলে তাদের মেনস এবং কিডস স্টোরের উদ্বোধন করেছে। পোলো শার্ট, শার্ট, ডেনিম, টি-শার্ট, ট্রাউজার্স, ফুটওয়্যার এবং ইনারওয়্যার থেকে শুরু করে পুরুষদের পোশাকের স্টোরটি ১৩০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত। বাচ্চাদের স্টোরটি ৬৪০ বর্গফুট জুড়ে রয়েছে, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ কালেকশন প্রদর্শন করে। বর্তমানে, ইউএসপিএ-এর ভারতের ২০০টি শহরে ৪০০টিরও বেশি ব্র্যান্ড স্টোর এবং ২০০০টিরও বেশি শপ-ইন-শপ রয়েছে। অমিতাভ সুরি, U.S. Polo Assn-এর সিইও জানিয়েছেন "আমাদের নতুন উন্নত রিটেইল পরিচয় এই লিগ্যাসি ব্র্যান্ডের একটি আকর্ষক আখ্যান উপস্থাপন করে এবং আমাদের কলকাতার গ্রাহকদের জন্য স্টোরের কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে দ্বিগুণ করে। US Polo Assn-এর টাইমলেস এলিগেন্স এবং চেতনাকে মূর্ত করে এই স্টোরটি উন্মোচন করতে আমরা আনন্দিত। আমাদের নতুন স্টোরে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুখ!" www.uspoloassn.in-এ কেনাকাটা করার জন্য গ্রাহকদেরও স্বাগতম।

প্রযুক্তিতে ভরপুর ডাইসন এয়ারস্ট্রেইট

শিলিগুড়ি: ডাইসন এয়ারস্ট্রেইট™ নতুন স্ট্রেইটনার লঞ্চ করেছে, যা চুলের স্টাইলিং-এ বিপ্লব আনবে। গরম প্লেট বা তাপের ক্ষতি ছাড়াই, শুধুমাত্র বাতাস ব্যবহার করে এটি ভেজা চুল শুকোতে ও স্ট্রেইট করতে সাহায্য করবে। হাইপারডিমিয়াম™ মোটর দ্বারা চালিত, এই স্ট্রেইটনার একই সঙ্গে চুল শুকাতে এবং স্ট্রেইট করতে ফোকাসড এয়ারফ্লো ব্যবহার করে। বুদ্ধিমান তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং দুটি স্টাইলিং মোড সহ, এটি একাধিক ধরনের চুলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

জেমস ডাইসন, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান প্রকৌশলী, এয়ারস্ট্রেইট™ স্ট্রেইটনারের কর্মক্ষমতাতে শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বায়ুপ্রবাহ প্রযুক্তিতে ডাইসনের দক্ষতা সময় বাঁচায়, চুলের শক্তি বজায় রাখে এবং একটি প্রাকৃতিক স্ট্রেইট স্টাইল অর্জনে সহায়তা করে। এয়ারস্ট্রেইট™ স্ট্রেইটনারে রয়েছে যথার্থ এয়ার জেট যা একত্রিত হয়ে বাতাসের একটি ফোকাস জেট তৈরি করে, চুল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেইট করার জন্য একটি নিম্নগামী শক্তি তৈরি করে। একটি ছোট এবং শক্তিশালী মোটর থাকে, যা ৩.৫ কেপিএ পর্যন্ত বায়ুচাপ তৈরি করে। বুদ্ধিমান তাপ নিয়ন্ত্রণ তাপের ক্ষতি রোধ করতে এবং চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা রক্ষা করতে প্রতি সেকেন্ডে ১৬ বার পর্যন্ত বায়ুপ্রবাহের তাপমাত্রা পরিমাপ করে।

৪৫৯০০ টাকা মূল্যের, ডাইসন এয়ারস্ট্রেইট™ স্ট্রেইটনার দুটি কালারওয়েতে উপলব্ধ এবং এটি ডাইসন ডেমো স্টোরগুলিতে, অনলাইনে বা মাইডাইসন অ্যাপের মাধ্যমে কেনা যাবে।

ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটরের ৬৯ বছর পূর্তি

কলকাতা: ভারতের ইয়ামাহা মোটর ইতিমধ্যেই ৬৯ তম বার্ষিকী উদযাপন করে ৫০০ জনের বেশি সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চাদের সাহায্য করতে স্মাইল ফাউন্ডেশনের সাথে সহযোগিতা করেছে। এই এনজিওটি কোম্পানির ব্লু স্ট্রিকস রাইডিং সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত। ইয়ামাহা তার ব্র্যান্ডের প্রতি গভীর বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধা প্রকাশিত করে ১লা জুলাইয়ে বিশ্বব্যাপী "ইয়ামাহা দিবস" হিসেবে পালন করবে।

ব্লু স্ট্রিকস রাইডাররা ১২টি শহরের এনজিও দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং সেই স্কুলের পড়ুয়াদের নোটবুক, কলম পেন্সিলের মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণগুলি প্রদান করেছেন। এছাড়াও, তারা পড়ুয়াদের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য একটি সেশনের আয়োজন করেছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ট্রাফিক বাধ্যবাধকতার প্রতি সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বাড়ানো। এই সেশনে পড়ুয়ারা নাচ ও গানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটরের ডিলার নেটওয়ার্ক গ্রাহকদের শোরুমে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং কেক কাটার অনুষ্ঠান আয়োজন করে ইয়ামাহা তার ৬৯ তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। শুধু তাই নয়, কোম্পানি বার্ষিকী উদযাপন করতে কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য কার্যক্রমের আয়োজন করেছে।

যে কোনো জায়গায় স্ন্যাক করুন কেএফসি রোলসের নতুন রেঞ্জের সাথে

শিলিগুড়ি: যেকোনো সময়ে অথবা যেকোনো জায়গায় আপনি ক্ষুধার্ত বোধ করতে পারেন, এবং এমন অবস্থায় আপনি কী খাবেন সেই নিয়ে বিভ্রান্ত হতেই পারেন। তাই এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে কেএফসি তার রোলসের বিভাগে একটি নতুন পরিসর চালু করছে, যা তৎক্ষণাৎ খিদা মিটিয়ে অনেকখন পেট ভরিয়ে রাখতে পারে। এই অনন্য স্বাদের রোলগুলি "কাহি ভি খাও" অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই খেতে পারেন। এই রেঞ্জে রয়েছে থাই স্পাইসি, কোরিয়ান ট্যাঙ্গি, আমেরিকান ন্যাশভিল, ইন্ডিয়ান তন্দুরি এবং ইন্ডিয়ান স্পাইসি ভেজ সহ ৫টি দুর্দান্ত কেএফসি রোলস। এগুলির মূল্য মাত্র ৯৯/- টাকা থেকে শুরু। আমেরিকান ন্যাশভিল রয়েছে রোলে ক্রাঞ্চি চিকেন, পেঁয়াজ এবং মশলাদার রসুন এবং ন্যাশভিল মরিচের সস এবং থাই স্পাইসি রোল রসালো চিকেন, সবজি এবং থাই শ্রীরাচাতে মোড়ানো। যারা একটু ভিন্ন স্বাদের কিছু খেতে চান, তারা কেএফসি-এর কিমচির মতো কোরিয়ান স্বাদের কোরিয়ান ট্যাঙ্গি রোল খেয়ে দেখতে পারেন। তবে যারা স্থানীয় স্বাদের নতুন কিছু ট্রাই করতে চান তারা অবশ্যই ভারতীয় তন্দুরি রোল এবং ইন্ডিয়ান স্পাইসি ভেজ রোল উপভোগ করতে পারেন। এই নতুন পরিসরটি বর্তমানে কেএফসি-এর সমস্ত রেস্তোরাঁয় উপলব্ধ। পাশাপাশি, গ্রাহকরা এগুলি কেএফসি-এর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট (https://online.kfc.co.in/) থেকেও কিনতে পারবেন।

এক্সএটি এওয়াই ২০২৫-এ শুরু হল রেজিস্ট্রেশন-এ গেটওয়ে টু টপ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট

শিলিগুড়ি/কলকাতা: ভারতের অন্যতম জাতীয় পর্যায়ের এমবিএ প্রবেশিকা পরীক্ষা এক্সএটি ২০২৫-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু করার ঘোষণা করেছে জেভিয়ার অ্যাপটিটিউড টেস্ট (এক্সএটি), যা ১৫ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। এটি গতিশীল ব্যবসায়িক জগতে প্রবেশের প্রতি একটি পদক্ষেপ। সম্ভাব্য প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের বিশদ বিবরণের জন্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। জেভিয়ার অ্যাপটিটিউড টেস্ট (এক্সএটি) ২০২৩-এর জন্য নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। এখানে ১৩৫,০০০ জন আবেদনকারী সাইন আপ করেছে, যা ভারতে একটি প্রিমিয়ার এমবিএ প্রবেশিকা পরীক্ষা হিসাবে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। এটি ভারতে সেরা ব্যবসায়িক স্কুলগুলিতে অ্যাডমিশনের জন্য সুযোগ প্রদান করে। এছাড়াও, ১০০ টিরও বেশি পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে এক্সএটি সারা দেশ জুড়ে তার বিস্তৃত নাগালের মাধ্যমে প্রার্থীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে, যা ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ। এক্সএটি ২০২৫ রেজিস্ট্রেশন ১৫ ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে, যা এক্সএলআরআই প্রোগ্রাম সহ সমস্ত আবেদনকারীদের জন্য ২২০০/- আবেদন ফি। অর্থপ্রদানের বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, আইএমপিএস বা নগদ। বিস্তারিত নির্দেশগুলি অফিসিয়াল এক্সএটি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এক্সএটি-এর কনভেনর অ্যাডমিশন, ড. রাহুল শুক্লা জানিয়েছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল ১৬০ টিরও বেশি এক্সএএমআই এবং এক্সএটি অ্যাসোসিয়েট কলেজ এক্সএটি স্কোর গ্রহণ করে ম্যানেজমেন্ট ক্যারিয়ারের জন্য প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান দিয়ে সজ্জিত করা।"

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষ্যে টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের নতুন উদ্যোগ

কলকাতা: বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষ্যে টয়োটা কির্লোস্কার মোটর ভারতের যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা করেছে। এই বিষয়ে মন্তব্য করে টয়োটা কির্লোস্কার মোটরের ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, জি শঙ্করা জানিয়েছেন যে তারা দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে বিশ্বাসী। টয়োটা কির্লোস্কর মোটর, তার ব্যাপক দক্ষতার উদ্যোগের মাধ্যমে যুব সমাজকে সেরা প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি স্বয়ংচালিত এবং সহযোগী শিল্পে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে দেশের ক্ষমতায়ন করার প্রয়াস করছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের প্রতি নিবেদন জানিয়ে কোম্পানি এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে এই উদ্যোগের সাহায্যে কোম্পানি তাদের শিল্প-প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং সংস্কৃতি প্রদান করে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিয়া ব্যবধানগুলি পূরণ করবে। শুধু তাই নয়, টয়োটা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (TTTI) এবং টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (T-TEP) এর মতো উদ্যোগগুলি গ্রামীণ যুবকদের পরিমাপযোগ্য এবং টেকসই শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুব দক্ষতা দিবস উদযাপন করে কোম্পানি দেশের পরবর্তী প্রজন্মকে দক্ষ পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার জানিয়েছে। এছাড়াও, জি শঙ্করা বলেছেন, "আমরা একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গঠনে ভূমিকা রাখতে পেরে গর্বিত যা ভারতকে একটি উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের মুখপাত্রের বক্তব্য

কলকাতা: মরিশাসের আর্থিক পরিষেবা কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কে-ইন্ডিয়া অপারচুনিটিজ ফান্ড (KIOF) একটি সেবি (SEBI) নিবন্ধিত বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারী, যা আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনবোর্ডিং করার ক্ষেত্রে এটি কেওয়াইসি পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে। ফান্ডটি সমস্ত আইন মেনেই বিনিয়োগ করে। কোটাক মাহিন্দ্রা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (কেএমআইএল) এবং কেআইওএফ স্পষ্টভাবে জানায় যে হিন্ডেনবার্গ আগে কখনওই কোম্পানির গ্রাহক বা বিনিয়োগকারী ছিল না, ফান্ড একেবারেই অজ্ঞাত যে হিন্ডেনবার্গ তার কোনো বিনিয়োগকারীর অংশীদার। কেএমআইএল-এর বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে একটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে এর বিনিয়োগগুলি মূল হিসাবে করা হয়েছে, যা অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষেই নয়।"

মহরমের তাজিয়া কোচবিহারে। ছবি- ভজন সূত্রধর

নিখোঁজ সিকিমের প্রাক্তন মন্ত্রীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নয়দিন পরে নিখোঁজ থাকা সিকিমের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর দেহ উদ্ধার হল বাংলাদেশ থেকে। মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে ওই দেহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, সোমবার বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার আদিতমারি থানার গোবর্ধন গ্রামের তিস্তা নদীর চর থেকে ওই দেহ উদ্ধার হয়। সিকিমের ওই প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম অত্রি রামচন্দ্র পরিয়াল (৮০)। তাঁর বাড়ি পূর্ব সিকিমের ছোট সিংথাম গ্রামে। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত সিকিমের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি তিনি একসময় সিকিম বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার পদেও ছিলেন। গত ৬ জুলাই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন রামচন্দ্র। ৭ জুলাই তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্যাকইয়ং থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপরেই সিকিম সরকার প্রাক্তন মন্ত্রীর খোঁজে একটি বিশেষ দল গঠন (এসআইটি) গঠন করেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্ত করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "দেহটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। শরীর দেখে শনাক্ত করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। হাতের ঘড়ি দেখে দেহ শনাক্ত করেন তার পরিজনেরা। রাতেই দেহ তার পরিজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।"

প্রাক্তন মন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়। চ্যাংরাবান্ধায় রামচন্দ্রের বেশ কয়েকজন পরিজন এসেছিলেন। তাঁদের একজন জানান, ৬ জুলাই সকাল ৯ টা নাগাদ থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তারপর তিনি সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা রংপো'র দিকে যান। সেই থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সিকিমের ওই প্রাক্তন মন্ত্রী সত্তর-আশির দশকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। একসময় তিনি 'রাইজিং সান পার্টি' বলে একটি দল গঠন করেন। বর্তমানে তিনি ঝুলকে ঘাম পার্টির নেতা ছিলেন। বাংলাদেশের একাধিক পুলিশ আধিকারিক ওইদিন চ্যাংরাবান্ধায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, প্রাক্তন মন্ত্রীর দেহ পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর হাতের ঘড়ি স্পষ্ট ছিল। তা দেখেই দেহ চিহ্নিত করা হয়। দেহ উদ্ধারের পরেই তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ পুলিশ। পরে জানতে পারেন, সিকিমের এক প্রাক্তন মন্ত্রী নিখোঁজ রয়েছেন। এরপরেই কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ পুলিশ। প্রাক্তন মন্ত্রীর দেহের ছবি সিকিম পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করার পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা মেখলিগঞ্জ পৌঁছান। তাঁর পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, প্রাক্তন ওই মন্ত্রী বেশিরভাগ বাড়িতেই থাকতেন। বই নিয়ে পড়াশোনা করতেন। কি করে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে তাঁরা অন্ধকারে।

উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের নিয়ে আন্দোলনে আইএনটিটিইউসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে এবারে পথে নামল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার কোচবিহার রাজবাড়ি পার্কের সামনে জমায়েত হন ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। সেখানে হাজির হন আইএনটিটিইউসির কোচবিহার জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ। পরিমলের নেতৃত্বেই সেখান থেকে মিছিল বের হয়। মিছিল নিয়ে কোচবিহার মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে জড়ো হন ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। সেখানে ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। মহকুমাশাসককে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফ থেকে। বিজেপির কটাক্ষ, যারা উচ্ছেদ করল তারাই আবার আন্দোলন করছে। এটা লোক দেখানো ছাড়া কিছুই নয়। কোচবিহারের মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওই সংগঠনের তরফ থেকে তিনটি দাবি করা হয়েছে। যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। পুরসভাকেও জানানো হবে।" এদিন আইএনটিটিইউসির কোচবিহার জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদের বিরোধিতা করেন। তাঁর দাবি, উচ্ছেদের আগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। মহকুমাশাসকের কাছেও তারা তিনটি দাবি রাখেন। এক, উচ্ছেদ করা হকারদের পুনর্বাসন দিতে হবে। দুই, ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা না করা কোথাও 'নো ভেন্ডার জোন' ঘোষণা করা যাবে না। তিন, ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা না করে

আচমকা উচ্ছেদ অভিযান করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার কাজ শুরু করে প্রশাসন, পুলিশ ও পুরসভা। কোচবিহারেও বেশ কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে একাধিক রাস্তা দখলমুক্ত করা হয়। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি পরিমল বলেন, "এভাবে হকার উচ্ছেদ ঠিক হয়নি। বহু মানুষের ক্ষতি হয়েছে। উচ্ছেদের আগে আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল। আমরা চাইছি হকারদের বসার জন্য শহরের মধ্যে আলাদা জোন তৈরি করে দেওয়া হোক।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "শহরের ভোটে পিছিয়ে পড়াতেই এমন আচমকা ফুটপাত থেকে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের অভিযান হয়েছে। তাতে বহু মানুষের ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশেই এটা করা হয়েছে। এখন আবার পুনর্বাসনের দাবি করে নতুন নাটক সাজানো হয়েছে।"

একুশে জুলাই সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশে রওনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ধর্মতলায় ২১ জুলাই এর শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি তথা কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও এদিন কৃষক নেতা খোকন মিয়া, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন সহ প্রায় কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এদিন নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দলীয় কর্মী সমর্থকরা যাতে সুষ্ঠুভাবে ট্রেনে উঠতে পারে সেজন্য কোচবিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন রেলস্টেশনে। কর্মী সমর্থকরা নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই তৃণমূল নেতৃত্বরা তাদের স্টেশনের বাইরে অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে কর্মীদের জল শুকনো খাবার দলীয় ব্যাচ সহ একাধিক জিনিস প্রদান করেন। এছাড়াও প্লাটফর্মে ট্রেন আসার পর কর্মীদের সুষ্ঠভাবে ট্রেনে তুলে দিয়ে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার বাবুরহাটের সরকারি দৃষ্টিহীন স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন উত্তরবঙ্গ প্রতিবন্ধী সংগ্রাম সমিতি। বৃহস্পতিবার বেলা দুটো নাগাদ কোচবিহার সাগরদিঘি সংলগ্ন জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের অভিযোগ কোচবিহার বাবুরহাট সংলগ্ন যে সরকারি ব্লাইন্ড স্কুল রয়েছে সেই স্কুলের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। আর এই নিয়েই কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করবেন বলে জানান তারা। এদিন তারা স্মারকলিপি দেওয়ার পর বলেন আমরা জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলাম। যদি কোন সুরাহা না হয় তাহলে আমরা আবারো পথে নামবো।

ডায়েরিয়া হলে ডেঙ্গি পরীক্ষার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ডায়েরিয়া হলে ডেঙ্গি পরীক্ষার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। ওই নির্দেশ পেয়ে জোরকদমে কোচবিহারে নেমে পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। ইতিমধ্যেই জেলার স্বাস্থ্য অধিকারিকরা ব্লক ধরে ধরে স্বাস্থ্য কর্মীদের ওই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সেই সঙ্গে আশা কর্মীদেরও নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "সাধারণত ডেঙ্গির যে লক্ষ্মণ রয়েছে সেগুলির দিকে সবসময়ই নজর থাকে। তার বাইরেও দেখা যায় যারা ডায়েরিয়া ও ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন তাঁদের অনেকের মধ্যেই ডেঙ্গির জীবাণু থাকে। সেদিকে প্রত্যেককে নজর দিতে বলা হয়েছে। কেউ ডায়েরিয়া বা ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হলে তার ডেঙ্গি পরীক্ষাও করাতে হবে।" বর্ষা নামতেই ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়ে যায়। কোচবিহারেও প্রথমদিকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছিল শ্লথ গতিতে। বর্ষা শুরু হতেই আক্রান্তের হার বেড়ে যায়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৮২ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে কোচবিহারে। ওই সংখ্যার মধ্যে এমনও কয়েকজন আছেন যারা প্রথমে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরীক্ষার পরেই তাঁরা যে ডেঙ্গি আক্রান্ত সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। চিকিৎসকরা জানান, ডেঙ্গি সাধারণ লক্ষ্মণ হিসেবে জ্বর, শরীরব্যাথা, মাথা ব্যাথার মতো উপসর্গ দেখা যায়। সেই উপসর্গ দেখার পরেই চিকিৎসকরা রোগীর ডেঙ্গি পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তার পরেও দেখা গিয়েছে, ওই উপসর্গের বাইরেও অনেকে ডেঙ্গি আক্রান্ত হচ্ছেন। তারপরেই ডায়েরিয়া বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগের ক্ষেত্রেও ডেঙ্গি পরীক্ষার কথা ভাবা হয়। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ি এমন একটি জায়গা যেখানে প্রত্যেক বছর ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডায়েরিয়া বা ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পানীয় জল বা খাবারের সমস্যা থেকেই ডায়রিয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা সেই সংক্রান্ত ওষুধ দিয়েই রোগীর চিকিৎসা করান। এবারে সেই চিকিৎসার পাশাপাশি ডেঙ্গি পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির অভিযোগে স্কুলে তালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: খাতায়-কলমে রয়েছে ৬ জন শিক্ষক কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন দু থেকে তিনজন। আর যে ২-৩ জন শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন তারাও আসেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা পরে, ফলে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ঠেকেছে তলানিতে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেরিতে বিদ্যালয়ে আসা সহ নিম্নমানের পঠন-পাঠনের অভিযোগ তুলে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিল বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ১ নং ব্লকের বাত্রিগাছ ফ্রাগমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুলে এই মুহূর্তে ছয় জন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও তারা ঠিকঠাকভাবে কেউ বিদ্যালয়ে আসেন না। যদিও বা দুই একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন তবে তারা আসেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা পরে। কেউ আসে বেলা ১২ টায় তো কেউ আসে বেলা একটায়। আর এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন গিয়েছে তলানিতে। এছাড়াও স্কুল থেকে মিড-ডে মিলের নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। অভিভাবকদের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নূর নবী মিয়া জানান, স্কুলের শিক্ষকেরা সময়মতো স্কুলে আসে না, কোনদিন একজন আসে তো কোনদিন দুইজন বাকিরা সবাই অনুপস্থিত। এছাড়াও যারা স্কুলে আসেন তারাও বেশিরভাগ সময় বারোটার পরেই স্কুলে আসেন। এর আগে একাধিকবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ বাকি শিক্ষকদের এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কোন সুরাহা না মেলায় অবশেষে আজ অভিভাবকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে বিদ্যালয়ে দেরিতে আসার অভিযোগের প্রতি উত্তরে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায় বলেন, প্রত্যেক দিনই সময় মতো আসা হয় তবে আজ বিদ্যালয়ের কাজেই একটু বাইরে ছিলাম সেজন্য আসতে দেরি হয়েছে। এছাড়াও মিড-ডে মিলের ব্যাপারে অভিযোগ শুনে তিনি জানান এ ব্যাপারে রাঁধুনিদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96